শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

মধ্যলীলা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর সমস্ত মধ্যলীলার ও শেষলীলার প্রথম ছয় বৎসরের লীলার সূত্র কথিত হইয়াছে। "যঃ কৌমারহরঃ" শ্লোক পাঠ করিয়া মহাপ্রভু যে ভাব প্রকাশ করেন, তাহা শ্রীরূপ গোস্বামীর "সোঽয়ং কৃষ্ণঃ" শ্লোকে স্পষ্টীকৃত হওয়ায় মহাপ্রভু রূপের প্রতি বিশেষ কৃপা করেন। এই পরিচ্ছেদে রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামীর বিরচিত গ্রন্থসকলের উল্লেখ আছে। মহাপ্রভু রামকেলি গ্রামে রূপ-সনাতনকে দয়া করেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

গৌরকৃপায় অজ্ঞেরও অভিজ্ঞতা ঃ—

যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ।
স শ্রীচৈতন্যদেবো মে ভগবান্ সংপ্রসীদতু ॥ ১ ॥

গৌর-নিতাইর প্রণাম ঃ—

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ ॥ ২ ॥

সম্বন্ধাধিদেবতার প্রণাম ঃ—

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥ ৩ ॥

অভিধেয়াধিদেবতার প্রণাম ঃ—

দীব্যদ্ বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।
শ্রীশ্রীরাধাশ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৪ ॥

প্রয়োজনাধিদেবতার প্রণাম ঃ—

শ্রীমান্‌রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥ ৫ ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় শচীসুত জয় দীনবন্ধু ॥ ৬ ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বে আদিলীলার সূত্রের সঙ্গেই মূলঘটনা বর্ণিত ঃ—

পূর্ব্বে কহিলুঁ আদিলীলার সূত্রগণ।
যাহা বিস্তারিয়াছেন দাস-বৃন্দাবন ॥ ৮ ॥
অতএব তার আমি সূত্র-মাত্র কৈলুঁ।
যে কিছু বিশেষ, সূত্রমধ্যেই কহিলুঁ ॥ ৯ ॥

এক্ষণে শেষলীলার মুখ্যসূত্র-বর্ণনারম্ভ ঃ—

এবে কহি শেষলীলার মুখ্য সূত্রগণ।
প্রভুর অশেষ লীলা না যায় বর্ণন ॥ ১০ ॥

চৈতন্যভাগবতের বিস্তারিত ঘটনা সূত্রাকারে এবং সংক্ষিপ্ত মুখ্য মুখ্য ঘটনা সবিস্তার বর্ণনে প্রতিজ্ঞা ঃ—

তার মধ্যে যেই ভাগ দাস-বৃন্দাবন।
'চৈতন্যমঙ্গলে' বিস্তারি' করিলা বর্ণন ॥ ১১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। অজ্ঞজনও যাঁহার প্রসাদে সদ্য সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করে, সেই ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন্।

২। আদি ১ম পঃ ৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩। আদি ১ম পঃ ১৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৪। আদি ১ম পঃ ১৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৫। আদি ১ম পঃ ১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

১। যস্য (শ্রীচৈতন্যদেবস্য) প্রসাদাৎ (অনুকম্পয়া) অজ্ঞঃ (অনভিজ্ঞঃ) অপি সদ্যঃ সর্ব্বজ্ঞতাং ব্রজেৎ (সর্ব্বেষু বিষয়েষু পারঙ্গতো বিজ্ঞো ভবতি), স ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবঃ মে (ময়ি) সংপ্রসীদতু (সম্যক্ প্রসন্নো ভবতু)।

১১। চৈতন্যচরিতামৃতের রচনা-কাল পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের চৈতন্যভাগবতের 'চৈতন্যমঙ্গল' নাম ছিল, জানা যায়।

সেই ভাগের ইহাঁ সূত্রমাত্র লিখিব ।
তাহাঁ যে বিশেষ কিছু, ইহাঁ বিস্তারিব ॥ ১২ ॥

ঠাকুর বৃন্দাবনকে নিয়ত বন্দনা ঃ—

চৈতন্যলীলার ব্যাস—দাস বৃন্দাবন ।
তাঁর আজ্ঞায় করোঁ তাঁর উচ্ছিষ্ট চর্ব্বণ ॥ ১৩ ॥
ভক্তি করি' শিরে ধরি তাঁহার চরণ ।
শেষলীলার সূত্র এবে করিয়ে বর্ণন ॥ ১৪ ॥

শেষলীলার সূত্রবর্ণনারম্ভ ; প্রথম ২৪ বৎসর গৃহস্থাভিনয়ে 'আদিলীলা' ঃ—

চব্বিশ বৎসর প্রভুর গৃহে অবস্থান ।
তাহাঁ যে করিলা লীলা—'আদি-লীলা' নাম ॥ ১৫ ॥

দ্বিতীয় ২৪ বৎসর সন্ন্যাসীর অভিনয়ে 'শেষলীলা' ঃ—

চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘমাস ।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥ ১৬ ॥
সন্ন্যাস করিয়া চব্বিশ বৎসর অবস্থান ।
তাহাঁ যেই লীলা, তার 'শেষলীলা' নাম ॥ ১৭ ॥

মধ্য ও অন্ত্য-ভেদে শেষলীলা ঃ—

শেষলীলার 'মধ্য' 'অন্ত্য',—দুই নাম হয় ।
লীলাভেদে বৈষ্ণব সব নাম-ভেদ কয় ॥ ১৮ ॥

শেষ ২৪ বৎসরের প্রথম ৬ বৎসর সমগ্র ভারতে প্রচাররূপ মধ্যলীলা ঃ—

তার মধ্যে ছয় বৎসর—গমনাগমন ।
নীলাচল-গৌড়-সেতুবন্ধ-বৃন্দাবন ॥ ১৯ ॥

শেষ ১৮ বৎসর আস্বাদনরূপ অন্ত্যলীলা ঃ—

তাহাঁ যেই লীলা, তার 'মধ্যলীলা' নাম ।
তার পাছে লীলা—'অন্ত্যলীলা' অভিধান ॥ ২০ ॥
'আদিলীলা', 'মধ্যলীলা', 'অন্ত্যলীলা' আর ।
এবে 'মধ্যলীলা' কিছু করিয়ে বিস্তার ॥ ২১ ॥

১৮ বৎসর মধ্যে প্রথম ছয়বর্ষ ভক্তসঙ্গে বাস ও পুরীতে আচার্য্যত্ব ঃ—

অষ্টাদশবর্ষ কেবল নীলাচলে স্থিতি ।
আপনি আচরি' জীবে শিখাইলা ভক্তি ॥ ২২ ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ-সঙ্গে ।
প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইলা নৃত্যগীতরঙ্গে ॥ ২৩ ॥

প্রচারকবর্গ—(১) গৌড়মণ্ডলে স্বগণসহ নিত্যানন্দের প্রচার ঃ—

নিত্যানন্দ-গোসাঞিরে পাঠাইল গৌড়দেশে ।
তেঁহো গৌড়দেশ ভাসাইল প্রেমরসে ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণপ্রেমবন্যায় গৌড়-প্লাবন ঃ—

সহজেই নিত্যানন্দ—কৃষ্ণপ্রেমোদ্দাম ।
প্রভু-আজ্ঞায় কৈল যাহাঁ তাহাঁ প্রেমদান ॥ ২৫ ॥

নিত্যানন্দ-বন্দনা ও গুণ-বর্ণনা ঃ—

তাঁহার চরণে মোর কোটি নমস্কার ।
চৈতন্যের প্রিয় যেহোঁ লওয়াইল সংসার ॥ ২৬ ॥

গৌরাঙ্গের 'গৌরবের ভাই' ও স্বয়ং প্রভুতত্ত্ব হইলেও নিতাইর গৌর-দাসাভিমান ঃ—

চৈতন্য-গোসাঞি যাঁরে বলে 'বড় ভাই' ।
তেঁহো কহে, মোর প্রভু—চৈতন্য-গোসাঞি ॥২৭॥
যদ্যপি আপনি হয়ে প্রভু বলরাম ।
তথাপি চৈতন্যের করে দাস-অভিমান ॥ ২৮ ॥

অচিৎ-এর সেবা বা ভোগ ছাড়িয়া নিত্য চিদীশ্বরের সেবাতেই জীবের নিত্যানন্দ-প্রাপ্তি ঃ—

'চৈতন্য' সেব, 'চৈতন্য' গাও, লও 'চৈতন্য'-নাম ।
'চৈতন্যে' যে ভক্তি করে, সেই মোর প্রাণ ॥ ২৯ ॥

আপামর সকলকেই বিভু চিৎএর সেবায় নিয়োগ ও উদ্ধার ঃ—

এই মত লোকে চৈতন্য-ভক্তি লওয়াইল ।
দীন-হীন, নিন্দক, সবারে নিস্তারিল ॥ ৩০ ॥

(২) মাথুরমণ্ডলে শ্রীরূপসনাতনদ্বারা প্রচার ঃ—

তবে প্রভু ব্রজে পাঠাইল রূপ-সনাতন ।
প্রভু-আজ্ঞায় দুই ভাই আইলা বৃন্দাবন ॥ ৩১ ॥

(ক) শুদ্ধভক্তি প্রচার, (খ) লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, (গ) মঠাদি-স্থাপনদ্বারা শ্রীমূর্ত্তি প্রচার ঃ—

ভক্তি প্রচারিয়ে সর্ব্বতীর্থ প্রকাশিল ।
মদনগোপাল-গোবিন্দের সেবা প্রচারিল ॥ ৩২ ॥

অনুভাষ্য

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল'-নামে যে নিতান্ত আধুনিক ভক্তি-সিদ্ধান্তবিরোধী গ্রন্থ উল্লিখিত হয়, উহা একটী জাল গ্রন্থ ; প্রাচীন কোন গ্রন্থেই উহার বা উহার রচয়িতা 'জয়ানন্দে'র নাম পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না। এজন্য 'জয়ানন্দ' নামটী যে কৃত্রিম, তাহাও সহজে বোধগম্য হয়।

১৩। চৈতন্যলীলার ব্যাস—ভগবানের অবতারসমূহের এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলার লেখক শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। শ্রীচৈতন্যলীলার লেখক শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর—শ্রীব্যাসস্বরূপ। শ্রীবৃন্দাবনদাসের অবর্ণিত অবশিষ্ট চৈতন্য-লীলাবর্ণনের কার্য্যে তাঁহার ভৃত্য, পাল্য ও অনুগতসূত্রেই শ্রীকৃষ্ণদাসের চৈতন্য-লীলা লিখন।

২৭-৩০। আদি, ৬ষ্ঠ পঃ ৫০-৫১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩২। অপ্রাকৃত সেবামুখেই ভক্তি প্রচারিত হয় এবং তদ্দ্বারাই

(ঘ) সাত্বতশাস্ত্র-প্রচার, (ঙ) অধমতারণ ঃ—

নানা শাস্ত্র আনি' কৈলা ভক্তিগ্রন্থ সার ।
মূঢ় অধমজনেরে তেঁহো করিলা নিস্তার ॥ ৩৩ ॥

সর্ব্বশাস্ত্র-মীমাংসা ও অপ্রাকৃত ব্রজের রাগভক্তি প্রচার ঃ—

প্রভু-আজ্ঞায় কৈল সব শাস্ত্রের বিচার ।
ব্রজের নিগূঢ় ভক্তি করিল প্রচার ॥ ৩৪ ॥

শ্রীসনাতনের গ্রন্থ-চতুষ্টয় ঃ—

হরিভক্তিবিলাস, আর ভাগবতামৃত ।
দশম-টিপ্পনী, আর দশম চরিত ॥ ৩৫ ॥

এই সব গ্রন্থ কৈল গোসাঞি সনাতন ।
রূপগোসাঞি কৈল যত, কে করু গণন ॥ ৩৬ ॥

শ্রীরূপের বহুগ্রন্থ মধুরসেবা-বিষয়ক ঃ—

প্রধান প্রধান কিছু করিয়ে গণন ।
লক্ষ গ্রন্থে কৈল ব্রজবিলাস বর্ণন ॥ ৩৭ ॥

শ্রীরূপের গ্রন্থসমূহ ঃ—

রসামৃতসিন্ধু, আর বিদগ্ধমাধব ।
উজ্জ্বলনীলমণি, আর ললিতমাধব ॥ ৩৮ ॥
দানকেলিকৌমুদী, আর বহু স্তবাবলী ।
অষ্টাদশ লীলাছন্দ, আর পদ্যাবলী ॥ ৩৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৪। নিগূঢ়ভক্তি(—পাঠান্তরে নিগূঢ় রস।

৩৫। ভাগবতামৃত—বৃহদ্ভাগবতামৃত।

দশমটিপ্পনী—দশমস্কন্ধের 'বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী' বলিয়া টীকা।

দশমচরিত—দশমে বর্ণিত কৃষ্ণলীলা-চরিত (শ্রীলীলাস্তব)।

অনুভাষ্য

তীর্থস্বরূপ প্রকাশিত হয়। কৃত্রিম বাউলিয়া চরিত্রহীনতার মুখে ইন্দ্রিয়তর্পণোদ্দেশে যে নিশ্চিন্ত বসবাসবুদ্ধি-চেষ্টা, তাহাতে বৈকুণ্ঠ তীর্থ প্রকাশিত হন না। উহা মায়ার ক্রীড়ামাত্র।

৩৪। প্রাকৃত সহজিয়াগণ কৃত্রিম চক্ষের জলে সত্যস্বরূপ ভগবৎসেবা ভাসাইয়া দিয়া যে শাস্ত্রবিচার পরিহার করেন, তদ্দ্বারা প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘিত হয়। শাস্ত্রমুখেই নিগূঢ় ব্রজসেবা প্রচারিত হয়, নতুবা ইন্দ্রিয়পর ভোগবিচার আসিয়া ভক্তিসিদ্ধান্তকে বিপন্ন করে।

৩৫-৪৪। অন্ত্য ৪র্থ পঃ ২১৯-২৩১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

ভক্তিরত্নাকরে প্রথম তরঙ্গে—"শ্রীমদ্ভাগবত-অর্থ যৈছে আস্বাদিল। তাহা শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে প্রকাশিল।।" ** "হেন সনাতন-রূপ প্রভুর আজ্ঞাতে। বর্ণিল যতেক তাহা ব্যাপিল জগতে।। শ্রীরূপ শ্রীহংসদূত-আদি গ্রন্থ কৈলা। সনাতন ভাগবতামৃতাদি বর্ণিলা।। শ্রীবৈষ্ণবতোষণী করিয়া সনাতন। শ্রীজীবেরে আজ্ঞা দিলা করিতে শোধন।। আজ্ঞা পাইয়া শ্রীজীব লঘুতোষণী করিলা। যৈছে করিলেন তাহা তথাই লিখিলা।। চৌদ্দশত সপ্তছয়ে (১৪৭৬) সম্পূর্ণ 'বৃহৎ'। পনরশত চারি (১৫০৪) শকে 'লঘু' সুসম্মত।। তথাহি লঘুতোষণ্যাম্—"তয়োরনুজসৃষ্টেষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকম্। শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশশ্ছন্দোঽষ্টাদশকং তথা।। স্তবস্যোৎকলিকাবল্লী গোবিন্দবিরুদাবলী। প্রেমেন্দুসাগরাদ্যাশ্চ বহবঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ।। বিদগ্ধ-ললিতাগ্র-মাধবং নাটকদ্বয়ম্। ভাণিকা দানকেল্যাখ্যা রসামৃতযুগং পুনঃ।। মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা। সংক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ।। তথা-

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৭। গ্রন্থ—অনুষ্টুপ্ (একশ্লোক পরিমাণে শব্দ-সংখ্যা)।

৩৯। বহুস্তবাবলী—'স্তবমালা' গ্রন্থ।

অনুভাষ্য

গ্রজকৃতেষ্বগ্রং শ্রীল-ভাগবতামৃতম্। হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্টীকা দিক্প্রদর্শিনী।। লীলাস্তবটিপ্পনী চ সেয়ং বৈষ্ণবতোষণী। যা সংক্ষিপ্তা ময়া ক্ষুদ্রজীবেনাপি তদাজ্ঞয়া।। শকে ষট্সপ্ততিমনৌ পূর্ণেয়ং টিপ্পনী শুভা। সংক্ষিপ্তা যুগশূন্যাগ্রপঞ্চৈকগণিতে তথা।।" শ্রীজীবের শিষ্য কৃষ্ণদাস অধিকারী। তিঁহ নিজগ্রন্থে ইহা কহিল বিস্তারি'।। "তয়োর্জ্যেষ্ঠস্য কৃতিষু শ্রীসনাতননামিনঃ। সিদ্ধান্তগ্রন্থ-সন্দোহাল্লেখোল্লেখো বিধীয়তে।। প্রথমাদিদ্বয়ং খণ্ডযুগ্মং ভাগবতামৃতম্। হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্টীকা দিক্প্রদর্শিনী।। লীলাস্তব-টিপ্পনী চ নাম্না বৈষ্ণবতোষণী। তয়োরনুজসৃষ্টেষু কাব্যং শ্রীহংস-দূতকম্।। শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশঃ কৃষ্ণজন্মতিথের্বিধিঃ। বৃহল্লঘুতয়া খ্যাতা শ্রীগণোদ্দেশদীপিকা।। শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়াণাং চ স্তবমালা মনোহরা। বিদগ্ধমাধবঃ খ্যাতস্তথা ললিতমাধবঃ।। দানলীলা-কৌমুদী চ তথা ভক্তিরসামৃতম্।। উজ্জ্বলাখ্যো নীলমণিঃ প্রযুক্তা-খ্যাতচন্দ্রিকা।। মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা। সংক্ষিপ্ত-শ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ।। শ্রীমদ্বল্লভপুত্র-শ্রীজীবস্য কৃতিষূদ্যতে। শব্দানুশাসনং নাম্না হরিনামামৃতং তথা।। তৎসূত্র-মালিকা তত্র প্রযুক্তো ধাতুসংগ্রহঃ। কৃষ্ণার্চ্চাদীপিকা সূক্ষ্মা গোপালবিরুদাবলী।। রসামৃতস্য শেষশ্চ শ্রীমাধবমহোৎসবঃ। সঙ্কল্প-কল্পবৃক্ষো যশ্চম্পূভাবার্থসূচকঃ। টীকা গোপালতাপন্যাঃ সংহিতায়াশ্চ ব্রহ্মণঃ।। রসামৃতস্যোজ্জ্বলস্য যোগসার-স্তবস্য চ।। তথা চাগ্নিপুরাণস্থ-গায়ত্রীবিবৃতিরপি। শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নানাং পাদ্মোক্তানামথাপি চ।। লক্ষ্মীবিশেষরূপা যা শ্রীমদ্বৃন্দাবনেশ্বরী। তস্যাঃ করপদস্থানাং চিহ্নানাঞ্চ সমাহৃতিঃ।। পূর্ব্বোত্তরতয়া চম্পূদ্বয়ী যা চ ত্রয়ী ত্রয়ী। সন্দর্ভাঃ সপ্তবিখ্যাতাঃ শ্রীমদ্ভাগবতস্য বৈ।। তত্ত্বাখ্যো ভগবৎসংজ্ঞঃ পরমাত্মাখ্য এব চ। কৃষ্ণভক্তিপ্রীতি-

গোবিন্দ-বিরুদাবলী, তাহার লক্ষণ।
মথুরা-মাহাত্ম্য, আর নাটক-বর্ণন ॥ ৪০ ॥

লঘুভাগবতামৃতাদি কে করু গণন।
সর্ব্বত্র করিল ব্রজবিলাস বর্ণন ॥ ৪১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪০। গোবিন্দবিরুদাবলী—স্তবমালার অন্তর্গত।

নাটক-বর্ণন—নাটকচন্দ্রিকা।

অনুভাষ্য

সংজ্ঞাঃ ক্রমাখ্যঃ সপ্তমঃ স্মৃতঃ।। সম্বন্ধশ্চাভিধেয়শ্চ প্রয়োজন-মিতি ত্রয়ম্। হস্তামলকবদ্ যেষু সদ্ভিরাদ্যৈঃ প্রকাশিতম্।।"

৩৫। হরিভক্তিবিলাস—শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর রচিত এবং শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর সমাহৃত বৈষ্ণব-স্মৃতিগ্রন্থ, বিংশ বিলাসে সমাপ্ত। ১ম বিলাসে—গুরু, শিষ্য ও মন্ত্র ; ২য় বিলাসে—দীক্ষা ; ৩য় বিলাসে—সদাচার, স্মরণ ও শুচি (স্নান ও সন্ধ্যা); ৪র্থ বিলাসে—সংস্কার, তিলক, মুদ্রা, মালা ও গুরুপূজা ; ৫ম বিলাসে—আসন, প্রাণায়াম, ন্যাস, শালগ্রামাদি শ্রীমূর্ত্তি ; ৬ষ্ঠ বিলাসে—শ্রীমূর্ত্তির আবাহন, স্নপন ও আনুষঙ্গিক আবশ্যক-কৃত্য ; ৭ম বিলাসে—শ্রীবিষ্ণুপূজাযোগ্য পুষ্পবিবরণ; ৮ম বিলাসে—শ্রীমূর্ত্তিসম্মুখে ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য, নীরাজন, স্তুতি, নমস্কার ও অপরাধ-ক্ষালন ; ৯ম বিলাসে—তুলসী, বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ ও নৈবেদ্য ; ১০ম বিলাসে—ভগবদ্ভক্ত বা বৈষ্ণব বা সাধু ; ১১শ বিলাসে—শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন, শ্রীহরিনাম, শ্রীনামের জপ-কীর্ত্তন, নামাপরাধ ও তন্মোচন, ভক্তিমাহাত্ম্য ও শরণাগতি ; ১২শ বিলাসে—একাদশী-বিধি ; ১৩শ বিলাসে—উপবাস, মহাদ্বাদশী-ব্রত ; ১৪শ বিলাসে—নানামাসে নানাকৃত্য; ১৫শ বিলাসে—নির্জ্জলা একাদশী, তপ্তমুদ্রা-ধারণ, চাতুর্ম্মাস্য, জন্মাষ্টমী, পার্শ্বৈকাদশী, শ্রবণাদ্বাদশী, রামনবমী, বিজয়াদশমী ; ১৬শ বিলাসে—কার্ত্তিককৃত্য বা দামোদর (ঊর্জ্জা) ব্রত, দীপ-দানাদি, গোবর্দ্ধন-পূজা, রথযাত্রা ; ১৭শ বিলাসে—পুরশ্চরণ, জপ ও মালা ; ১৮শ বিলাসে—বিষ্ণুর শ্রীমূর্ত্তির প্রকার ; ১৯শ বিলাসে—শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাপন ও তৎস্নপনাদি ; ২০শ বিলাসে—শ্রীমন্দির-নির্ম্মাণাদি ও ঐকান্তিক ভক্তকৃত্য বর্ণিত আছে।

মধ্য, ২৪শ পঃ ৩২৫-৩৪১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

'হরিভক্তিবিলাস' গ্রন্থের কিয়দংশ যাহা শ্রীমদ্ গোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু সংকলন করিয়াছেন, তাহার বিবরণই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মধ্য, ২৪শ অধ্যায়ে লিখিয়াছেন। বর্ত্তমান শ্রীগোপাল-ভট্ট-সঙ্কলিত গ্রন্থে বৈষ্ণবস্মৃতির পূর্ণ বিকাশ লক্ষিত হয় না। শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশানুসারে শ্রীসনাতন-গোস্বামীর বিপুল স্মৃতিসংগ্রহের তৎকালোচিত আংশিক বিষয়সমূহ গুম্ফিত হইয়াছে মাত্র। বৈষ্ণবস্মৃতি-কল্পদ্রুমের বা শ্রীসনাতনের শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস প্রকাশিত হইলেই বৈষ্ণবসমাজে সকল ব্যবহারিক

অনুভাষ্য

অভাব বিদূরিত হইবে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস হইতেই শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর 'ভক্তিবিলাস'-গ্রন্থ সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইয়াছে বলিয়া স্মার্ত্তকুলের প্রাবল্যে এই ভক্তিবিলাস-গ্রন্থদ্বারা সকল ব্যবহারিক কার্য্যের মীমাংসা পাওয়া যায় না। শ্রীসনাতন-গোস্বামি-লিখিত নিজসঙ্কলিত হরিভক্তিবিলাসের টীকা 'দিগ্‌দর্শিনী' টীকার কিয়দংশ, যাহা বর্ত্তমানকালের ভক্তিবিলাস-গ্রন্থের টীকারূপে প্রকাশিত হইয়াছে, উহা শ্রীগোপীনাথ পূজা-ধিকারীর সঙ্কলিত "দিগ্‌দর্শিনী" বলিয়া কেহ কেহ প্রচার করেন। এই শ্রীগোপীনাথ বৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণ-সেবারত শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভুর অন্যতম শিষ্য।

বৃহদ্ভাগবতামৃত—দুই খণ্ডে ভগবদ্ভক্তিসিদ্ধান্তপূর্ণ গ্রন্থ। প্রথম খণ্ডের নাম—'ভগবৎকৃপাভরনির্দ্ধার' ; উহাতে ভৌম, দিব্য, ব্রহ্মলোক ও বৈকুণ্ঠ, ভক্ত, প্রিয়, প্রিয়তম ও পূর্ণ—এই সপ্ত অধ্যায়। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'গোলোক-মাহাত্ম্যনিরূপণ' ; উহাতে বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি, বৈকুণ্ঠ, প্রেম, অভীষ্টলাভ ও জগদানন্দ—এই সপ্ত অধ্যায়—মোট চৌদ্দ অধ্যায়ে গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

দশম-টিপ্পনী—শ্রীভাগবতের ১০ম স্কন্ধের টীকা, অপর নাম স্বনামপ্রসিদ্ধ "বৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী"। ভক্তিরত্নাকরে ১ম তরঙ্গে—"চৌদ্দশত সপ্ত ছয়ে (১৪৭৬) সম্পূর্ণ 'বৃহৎ' (বৈষ্ণবতোষণী)। পনরশত চারি (১৫০৪) শকে 'লঘু' (তোষণী) সুসম্মত।।"

আদি ১০ম পঃ ৮৪ সংখ্যার অনুভাষ্য ও ভক্তিরত্নাকর ১ম তরঙ্গে দ্রষ্টব্য—"সনাতন গোস্বামীর গ্রন্থ চতুষ্টয়।"

৩৭-৪১। ভক্তিরত্নাকরে ১ম তরঙ্গে দ্রষ্টব্য—"শ্রীরূপ-গোস্বামী গ্রন্থ ষোড়শ করিল।" আদি ১০ম পঃ ৮৪ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৩৭। গ্রন্থ—অনুষ্টুপ্, এখানে পুস্তক নহে। এক শ্লোকে চারি গ্রন্থ বা চারিপাদ। গদ্যগ্রন্থও তাদৃশ।

৩৮। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু—কৃষ্ণভক্তি ও ভক্তিরস-সম্বন্ধি সংগ্রহ-গ্রন্থ। ১৪৬৩ শকাব্দায় এই গ্রন্থ রচিত হয়। ইহাতে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর—এই চারিটী বিভাগ আছে। পূর্ব্ব-বিভাগের নাম—'স্থায়িভাবোৎপাদন' ; উহাতে সামান্যভক্তি, সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি—এই চারিটী লহরী বর্ত্তমান। দক্ষিণ বিভাগের নাম—'ভক্তিরস-সামান্য-নিরূপণ' ; উহাতে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারি ও স্থায়িভাব,—এই পাঁচটী লহরী বর্ত্তমান। পশ্চিম বিভাগের নাম—'মুখ্যভক্তি-রসনিরূপণ' ; উহাতে শান্ত, প্রীতিভক্তিরস বা দাস্য, প্রেয়োভক্তিরস বা সখ্য, বাৎসল্যভক্তিরস, মধুরভক্তিরস—এই

শ্রীজীব ঃ—

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নাম—শ্রীজীবগোসাঞি ।
যত ভক্তিগ্রন্থ কৈল, তার অন্ত নাই ॥ ৪২ ॥
শ্রীভাগবতসন্দর্ভ-নাম গ্রন্থ-বিস্তার ।
ভক্তিসিদ্ধান্ত তাতে লিখিয়াছেন সার ॥ ৪৩ ॥

গোপালচম্পূ-নামে গ্রন্থ মহাশূর ।
নিত্যলীলা স্থাপন যাহে ব্রজরস-পূর ॥ ৪৪ ॥

গ্রন্থ-রচন ও সগোষ্ঠী বৃন্দাবনে বাস ঃ—

এই মত নানা গ্রন্থ করিয়া প্রকাশ ।
গোষ্ঠী সহিতে কৈলা বৃন্দাবনে বাস ॥ ৪৫ ॥

অনুভাষ্য

পাঁচটী লহরী বর্ত্তমান। উত্তর বিভাগের নাম—'গৌণভক্তি-রসাদি-নিরূপণ' ; উহাতে হাস্য-ভক্তিরস, অদ্ভুত-ভক্তিরস, বীর-ভক্তিরস, করুণ-ভক্তিরস, রৌদ্র-ভক্তিরস, ভয়ানক-ভক্তিরস, বীভৎস-ভক্তিরস, মৈত্র-বৈর-স্থিতি ও রসাভাস—এই নয়টী লহরী বর্ত্তমান।

বিদগ্ধমাধব—কৃষ্ণের ব্রজলীলা-বিষয়ক নাটক গ্রন্থ। ১৪৫৪ শকাব্দায় এই গ্রন্থ রচিত হয়। ১ম অঙ্কের নাম—বেণুনাদবিলাস, ২য় অঙ্কের নাম—মন্মথলেখ, ৩য় অঙ্কের নাম—রাধাসঙ্গ, ৪র্থ অঙ্কের নাম—বেণুহরণ, ৫ম অঙ্কের নাম—রাধাপ্রসাদন ; ৬ষ্ঠ অঙ্কের নাম—শরদ্বিহার, ৭ম অঙ্কের নাম—গৌরীবিহার,—এই সপ্তাঙ্ক নাটক।

উজ্জ্বলনীলমণি—অপ্রাকৃত মধুর-ব্রজরসবিষয়ক অলঙ্কার-গ্রন্থ। ২য় শ্লোকে—"মুখ্যরসেষু পুরা যঃ সংক্ষেপেণোদিতোঽতি-রহস্যত্বাৎ। পৃথগেব ভক্তিরসরাট্ সবিস্তারেণোচ্যতেঽত্র মধুরঃ।।" অর্থাৎ 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'-গ্রন্থে শান্তাদি মুখ্যরসসমূহের মধ্যে অতিশয় রহস্যময় বলিয়া মধুর রস সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এই উজ্জ্বলনীলমণি'-গ্রন্থে পৃথগ্‌ভাগে ভক্তিরসরাজ মধুর-রসই কেবল কথিত হইতেছে। ইহাতে নায়কভেদ, সহায়ভেদ, কৃষ্ণ-বল্লভা, শ্রীরাধিকা, নায়িকা-ভেদ, যূথেশ্বরীভেদ, দূতীভেদ, সখী, হরিবল্লভা, উদ্দীপন, অনুভাব, উদ্ভাস্বর, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারিভাব, স্থায়ী ভাব, শৃঙ্গারভেদান্তর্গত বিপ্রলম্ভ, পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস, সংযোগবিয়োগস্থিতি, সম্ভোগ (মুখ্য ও গৌণ) প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে।

ললিতমাধব—শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা-লীলা-বিষয়ক নাটকগ্রন্থ। ১৪৫৯ শকাব্দায় এই গ্রন্থ রচিত হয়। ১ম অঙ্কের নাম—সায়ং উৎসব, ২য় অঙ্কের নাম—শঙ্খচূড় বধ, ৩য় অঙ্কের নাম—উন্মত্তা রাধিকা, ৪র্থ অঙ্কের নাম—রাধিকাভিসার, ৫ম অঙ্কের নাম—চন্দ্রাবলীলাভ, ৬ষ্ঠ অঙ্কের নাম—ললিতা-প্রাপ্তি, ৭ম অঙ্কের নাম—নব-বৃন্দাবন-সঙ্গম, ৮ম অঙ্কের নাম—নববৃন্দাবন-বিহার, ৯ম অঙ্কের নাম—চিত্রদর্শন, ১০ম অঙ্কের নাম—পূর্ণমনোরথ,—এই দশাঙ্ক নাটক।

৪১। লঘুভাগবতামৃত—কৃষ্ণামৃত ও ভক্তামৃত-ভেদে দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে—শব্দ-প্রমাণের শ্রেষ্ঠতা, পরে সর্ব্ব-প্রথমে স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার বিলাস স্বাংশ ও আবেশভেদে তদেকাত্মরূপ, ত্রিবিধ অবতার (তিনটী পুরুষাবতার), তিনটী গুণাবতারমধ্যে বিষ্ণুর ও বিষ্ণুভক্তির নির্গুণতা এবং ২৫টী লীলাবতার (চতুঃসন, নারদ, বরাহ, মৎস্য, যজ্ঞ, নরনারায়ণ-ঋষি, সেশ্বর, কপিল, দত্তাত্রেয়, হয়গ্রীব, হংস, পৃশ্নিগর্ভ, ঋষভ, পৃথু, নৃসিংহ, কূর্ম্ম, ধন্বন্তরি, মোহিনী, বামন, পরশুরাম, দাশরথি, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, বলরাম বা শেষ সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, বুদ্ধ ও কল্কি) ; ১৪টী মন্বন্তরাবতার (যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্ব্বভৌম, ঋষভ, বিষ্বক্‌সেন, ধর্ম্মসেতু, সুদামা, যোগেশ্বর, বৃহদ্ভানু) ; চতুর্ব্বিধ যুগাবতার (শুক্ল, রক্ত, শ্যাম ও কৃষ্ণবর্ণ) বিভিন্ন কল্প ও তদবতারসমূহ এবং আবেশ, প্রাভব, বৈভব ও পর, এই অবস্থা-চতুষ্টয়ে অবস্থিত অবতার-বিচার। লীলাভেদে ভগবন্নাম-মহিমা-বৈচিত্র্য, শক্তি ও শক্তিমদ্-বিচার, ভগবত্তার পরস্পর-বিরুদ্ধ গুণসমূহের অচিন্ত্য সমন্বয় ; শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা, পারতম্য, অবতারিত্ব, অংশিত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্ব, নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মের শ্রীকৃষ্ণপ্রভাত্ব ; শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ-নরলীলার মাধুর্য্য ও অসমোর্দ্ধত্ব ; অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠবস্তুর দেহদেহিভেদ-নিরাস ; শ্রীকৃষ্ণের অজত্ব ও আবির্ভাবের অনাদিত্ব এবং পরস্পরের অবিরোধ ; লীলার নিত্যতা, প্রকট ও অপ্রকটভেদে লীলার দ্বিবিধত্ব, প্রকটলীলার রসবৈচিত্র্য, ব্রজ, মাথুর ও দ্বারকা-লীলার নিত্যতা, বিভিন্ন ধামতত্ত্ব ও মাহাত্ম্য-বিচার, বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর ও যৌবন-ভেদে বয়োভেদের মাধুর্য্য-বৈচিত্র্য এবং অবশেষে চতুর্ব্বিধ মাধুরী (ঐশ্বর্য্য, ক্রীড়া, বেণু ও শ্রীবিগ্রহ) প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়খণ্ডে—ভক্তপূজার প্রয়োজন, ভজন-তারতম্যক্রমে ভক্ততারতম্য ; প্রহ্লাদ, পাণ্ডবগণ, যাদবগণ, উদ্ধব ও ব্রজদেবী-গণ এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীমতী রাধিকা ও শ্রীরাধাকুণ্ড-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছেন।

৪২-৪৪। আদি ১০ পঃ ৮৫ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৪৩। 'ভাগবতসন্দর্ভ'—যাহার নামান্তর 'ষট্‌সন্দর্ভ'। প্রথম 'তত্ত্বসন্দর্ভে'—সকল প্রমাণ অপেক্ষা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠত্ব ও তত্ত্বনিরূপণ। দ্বিতীয় 'ভগবৎসন্দর্ভে'—ব্রহ্ম-পরমাত্মার বিচার, বৈকুণ্ঠ ও বিশুদ্ধসত্ত্ব-নিরূপণ, স্বরূপের স্বশক্তিকত্ব, বিরুদ্ধশক্ত্যা-শ্রয়ত্ব, শক্তির অচিন্ত্যত্ব ও নানাত্ব স্থাপন ; অন্তরঙ্গাদিভেদে, মায়া-

অনুভাষ্য

শক্তি, স্বরূপশক্তির গুণগণের স্বরূপভূতত্ব, শ্রীবিগ্রহের নিত্যতা, বিভুতা, সর্ব্বাশ্রয়তা, স্থূল-সূক্ষ্মাতিরিক্ততা, স্ব-প্রকাশত্ব, রূপ-গুণ-লীলাময়ত্ব, অপ্রাকৃতত্ব, পূর্ণস্বরূপত্ব ; পরিচ্ছদ-সমূহের স্বরূপাংশত্ব ; বৈকুণ্ঠ, পার্ষদ ও ত্রিপাদবিভূতির অপ্রাকৃতত্ব, ব্রহ্ম ও ভগবানের তারতম্য, ভগবত্তায় পূর্ণত্ব, সর্ব্ববেদাভিধেয়ত্ব, স্বরূপশক্তি-বিবরণ, ভগবানের বেদ-ভক্ত্যেকগম্যত্ব। তৃতীয় 'পরমাত্মসন্দর্ভে'—পরমাত্মা, তদ্ভেদ, গুণাবতারের তারতম্য, জীব, মায়া, জগৎ, পরিণামবাদ-স্থাপন, বিবর্ত্ত-সমাধান, জগৎ ও পরমাত্মার অনন্যত্ব, জগতের সত্যতা ও শ্রীধরস্বামীর মত, নির্গুণ ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব-যোজনা, লীলাবতারসমূহের ভক্তের উদ্দেশে প্রবৃত্তি, ষড়্বিধ চিহ্নদ্বারা ভগবানেরই তাৎপর্য্যত্ব। চতুর্থ 'কৃষ্ণসন্দর্ভে'—কৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্তা, কৃষ্ণ-লীলাগুণ, পুরুষাবতারের কর্ত্তৃত্ব, শ্রীধরস্বামীর সম্মতি, সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণ-সমন্বয়, বলদেবাদির মহাসঙ্কর্ষণত্ব, কৃষ্ণে সর্ব্বাংশ প্রবেশ-বিচার ও তাঁহাতে নিত্যস্থিতি, দ্বিভুজত্ব, গোলোক-নিরূপণ, বৃন্দাবনাদির নিত্য কৃষ্ণধামত্ব, গোলোক ও বৃন্দাবনের একবস্তুত্ব, যাদব ও গোপগণের নিত্য কৃষ্ণপরিকরত্ব, প্রকটাপ্রকট-লীলা-ব্যবস্থা, প্রকটাপ্রকট-লীলার সমন্বয়, শ্রীকৃষ্ণের গোকুলে প্রকাশাতিশয়ত্ব, পট্টমহিষীগণের স্বরূপ-শক্তিত্ব, তদপেক্ষা গোপীগণের উৎকর্ষ, তাহাদিগের নাম ও রাধিকার সর্ব্বোৎকর্ষতা। পঞ্চম 'ভক্তি-সন্দর্ভে'—ভগবদ্ভক্তির সাক্ষাৎ অভিধেয়ত্ব, অন্বয় ও ব্যতিরেক-ভাবে ভক্তিতত্ত্বনিরূপণ, সর্ব্বশাস্ত্র-শ্রবণ, বর্ণাশ্রমাচার ও অন্তর্ভূত জ্ঞান-দ্বারা অন্বয়ভাবে কর্ম্মের অনাদর, হরিবিমুখ-বিপ্রনিন্দা, ভগবদর্পিত কর্ম্মের অনাদর, যোগের অনাদর, জ্ঞানের শ্রমত্ব-প্রদর্শনে ও অন্যাশ্রয় স্বাতন্ত্র্যের অনাদরদ্বারা তদীয়গণের আদর-বিধান, অভক্তমাত্রের অনাদর, জীবন্মুক্ত ও পরমমুক্ত শিবাদি পর্য্যন্ত ভক্তের ভক্তির নিত্যতা ও অভিধেয়ত্ব, ভক্তির সর্ব্বফল-দাতৃত্ব, নির্গুণতা, স্বপ্রকাশতা ও পরমসুখরূপতা, ভগবৎ-প্রীতি-হেতু-বৈশিষ্ট্য, ভজনাভাসেরও ফললাভ, নিষ্কামভক্তির প্রশংসা, অধিকারি-ভেদে পুনরায় নিষ্কামভক্তিস্থাপন, সাধুসঙ্গের নিদানত্ব, মহাভাগবত-ভেদ ও বিশেষ, সর্ব্বাশ্রয়-বিবেক, ভক্তি-ভেদ-নিরূপণে জ্ঞানের লক্ষণ, অহংগ্রহোপাসনার লক্ষণ, ভক্তি-লক্ষণ, আরোপ-সিদ্ধাদির লক্ষণ, বৈধভক্তিতে শরণাপত্তি, গুরুসেবা, মহাভাগবত-প্রসঙ্গ, তৎপরিচর্য্যা, সাধারণ বৈষ্ণবসেবা ; শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, অপরাধ ও তদুপশমন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন ; রাগানুগা ভক্তিবিচার, কৃষ্ণ-ভজন-বৈশিষ্ট্য এবং সিদ্ধির ক্রম। ষষ্ঠ 'প্রীতিসন্দর্ভে'—প্রীতির পরম-পুরুষার্থ নিরূপণ, মুক্তিতে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ভেদ, জীবন্মুক্তি ও উৎক্রান্ত মুক্তিভেদ, সকল মুক্তি অপেক্ষা ভগবৎ-প্রীতির

অনুভাষ্য

আধিক্য, পরতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারে পরম-পুরুষার্থ-লাভ, সদ্যক্রম-মুক্তি, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ও ভগবৎসাক্ষাৎকার-লক্ষণারূপা জীবন্মুক্তি ও উৎক্রান্তমুক্তি। অন্তর্বহির্ভেদে ভগবৎসাক্ষাৎকার-লক্ষণার দ্বিবিধত্ব, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারলক্ষণা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব, বহিঃসাক্ষাৎ-কারলক্ষণা জীবন্মুক্তি ও উৎক্রান্ত-মুক্তি, সালোক্যাদি-ভেদ, সামীপ্যের আধিক্য, ভক্তির মুক্তিত্ব ও উপাদেয়ত্ব ; তদুপ-পত্তি, প্রীতির স্বরূপ-লক্ষণ, গুণাতীত প্রীতির তটস্থ-লক্ষণ ও আবির্ভাব-ভেদ, প্রীতি-রত্যাদি-ভেদ, ব্রজদেবীগণের কামের শুদ্ধপ্রেমত্ব-স্থাপন, জ্ঞানভক্ত্যাদিমিশ্রত্ব, পরিকরাভিমানিগণের প্রীত্যুৎকর্ষ, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যানুভাবের তারতম্য, গোকুলবাসিগণের শ্রেষ্ঠতা, তদপেক্ষা সখাগণের, পিতৃগণের, গোপীগণের ও রাধিকার উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠত্ব, অনুকরণ-কার্য্যে রসত্ব, লৌকিক রসাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা, আলম্বন-বিভাগ, উদ্দীপন-বিভাগ, গুণ, ধীরোদাত্তাদি ভেদ, মাধুর্য্যের উত্তমতা, অনুভাব, সঞ্চারী, রসের পঞ্চবিধত্ব, গৌণরসের সপ্তত্ব ; রসাভাস, শান্ত, দাস্য, প্রশ্রয়, বাৎসল্য ও উজ্জ্বলে বল্লভভেদ, স্থায়ী সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ-ভেদ, পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস ও শ্রীরাধিকা-দেবীর মহিমা।

৪৪। শ্রীগোপালচম্পূ গ্রন্থের দুইটী বিভাগ—পূর্ব্ব ও উত্তর; পূর্ব্বচম্পূতে তেত্রিশটী পূরণ ও উত্তরে সপ্তত্রিংশ পূরণ। ১৫১০ শকাব্দে পূর্ব্বচম্পূ লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বচম্পূতে ১ম পূরণে বৃন্দাবন ও গোলোক, ২। প্রস্তাবনা, পূতনাবধলীলাবর্ণন, যশোদা-দেশে গোপীগণের গৃহে গমন, রামকৃষ্ণের স্নান, স্নিগ্ধকণ্ঠ ও মধুকণ্ঠ, ৩। যশোদার স্বপ্ন, ৪। জন্মোৎসব, ৫। নন্দ-বসুদেবের মিলন, পূতনাবধ, ৬। ঔত্থানিক লীলা, শকটভঞ্জন, নামকরণ, ৭। তৃণাবর্ত্তবধ, মৃদ্ভক্ষণ, বালচাপল্য, চৌর্য্য, ৮। দধিমন্থন, স্তন্যপান, দধিভাণ্ড-ভঞ্জন, বন্ধন, যমলার্জ্জুন-ভঞ্জন, যশোদাবিলাপ, ৯। বৃন্দাবন-প্রবেশ, ১০।বৎসাসুরবধ, বকাসুরবধ, ব্যোমাসুরবধ, ১১। অঘাসুরবধ, ব্রহ্মমোহন, ১২। গোষ্ঠগমন, ১৩। গোচারণ, কালীয়-দমন, ১৪। গদর্ভাসুরবধ, কৃষ্ণলালন, ১৫। গোপীগণের পূর্ব্বানু-রাগ, ১৬। প্রলম্বাসুরবধ, দাবাগ্নি-পান, ১৭। গোপীগণের কৃষ্ণ-চেষ্টা, ১৮। গোবর্দ্ধনধারণ, ১৯। কৃষ্ণাভিষেক, ২০। বরুণালয় হইতে নন্দানয়ন, গোপগণের গোলোকদর্শন, ২১। কাত্যায়নী-ব্রতানুষ্ঠান, ২২। যজ্ঞপত্নীগণের নিকট অন্নভিক্ষা, ২৩। গোপী-গণের মিলন, ২৪। গোপীবিহার, রাধাকৃষ্ণের অন্তর্দ্ধান, গোপী-গণের অন্বেষণ, ২৫।কৃষ্ণাবির্ভাব, ২৬। গোপীগণের সঙ্কল্প, ২৭। জলবিহার, ২৮।সর্পগ্রস্তনন্দমোক্ষণ, ২৯।বিবিধ রহঃক্রীড়া, ৩০। শঙ্খচূড়বধ, হোরি, ৩১। অরিষ্টাসুরবধ, ৩২। কেশীবধ, ৩৩। নারদাগমন, গ্রন্থনির্ম্মাণের শক ও সম্বৎ।

উত্তরচম্পূর ১ম পূরণে ব্রজানুরাগ, ২। অক্রূরক্রূরতা, ৩।

প্রভুর সন্ন্যাসের পর প্রথম বৎসর অদ্বৈতাদি গৌড়ীয়গণের পুরী-গমন ঃ—

প্রথম বৎসরে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ ।
প্রভুরে দেখিতে কৈলা নীলাদ্রি-গমন ॥ ৪৬ ॥

পুরীতে কীর্ত্তনাদিদ্বারা চাতুর্ম্মাস্য যাপন ঃ—

রথযাত্রা দেখি' তাহাঁ রহিলা চারিমাস ।
প্রভুসঙ্গে নৃত্যগীত পরম উল্লাস ॥ ৪৭ ॥

প্রতিবর্ষে গুণ্ডিচা-দর্শনজন্য প্রভুর তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ ঃ—

বিদায়-সময় প্রভু কহিলা সবারে ।
"প্রত্যব্দ আসিবে সবে গুণ্ডিচা দেখিবারে ॥" ৪৮ ॥

প্রতিবর্ষে গৌড়ীয়-ভক্তগণের পুরীতে গুণ্ডিচা-দর্শন ঃ—

প্রভু-আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া ।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যা'ন প্রভুরে মিলিয়া ॥ ৪৯ ॥

শেষ ২৪ বৎসরের ১২ বৎসর ব্যাপি ভক্তগণের সহিত প্রভুর মিলন ঃ—

দ্বাদশ বৎসর ঐছে কৈলা গতাগতি ।
অন্যোহন্যে দুঁহার দুঁহা বিনা নাহি স্থিতি ॥ ৫০ ॥

শেষ ১২ বৎসর প্রভুর কৃষ্ণবিরহ ঃ—

তার শেষ যেই রহে দ্বাদশ বৎসর ।
কৃষ্ণের বিরহলীলা প্রভুর অন্তর ॥ ৫১ ॥

অহর্নিশ কৃষ্ণবিরহজনিত দিব্যোন্মাদ ঃ—

নিরন্তর রাত্রি-দিন বিরহ উন্মাদে ।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায় পরম বিষাদে ॥ ৫২ ॥

দীর্ঘ-বিরহান্তে রাধিকার কৃষ্ণদর্শনোত্থ ভাবময় প্রভুর জগন্নাথ-দর্শন ঃ—

যে-কালে করেন জগন্নাথ-দরশন ।
মনে ভাবেন, কুরুক্ষেত্রে পাঞাছি মিলন ॥ ৫৩ ॥

রথাগ্রে নৃত্যকালে প্রভুর গীতি ঃ—

রথযাত্রায় আগে যবে করেন নর্ত্তন ।
তাহাঁ এই পদ মাত্র করয়ে গায়ন ॥ ৫৪ ॥

যথা পদ ঃ—

"সেইত' পরাণ-নাথ পাইনু ।
যাহা লাগি' মদনদহনে ঝুরি' গেনু ॥" ৫৫ ॥

জগন্নাথের গুণ্ডিচায় গমনকালে প্রভুর ভাব ঃ—

এই ধুয়া-গানে নাচেন দ্বিতীয় প্রহর ।
কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই—এভাব অন্তর ॥ ৫৬ ॥

গুহ্য শ্লোক ঃ—

এইভাবে নৃত্যমধ্যে পড়ে এক শ্লোক ।
সেই শ্লোকের অর্থ কেহ নাহি বুঝে লোক ॥ ৫৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৮। গুণ্ডিচা—শ্রীজগন্নাথদেব রথযাত্রায় 'সুন্দরাচল'-নামক স্থানে 'গুণ্ডিচা'-নামক মন্দিরে গমন করিয়া নবরাত্র লীলা করেন, সেই জন্য রথযাত্রাকে উড়িষ্যাবাসিগণ 'গুণ্ডিচা-যাত্রা' বলে।

৫০। প্রভু ও প্রভুভক্তগণ পরস্পর মিলন-ব্যতীত সুখী হইতেন না।

৫১। গোপীদিগের কৃষ্ণবিরহ-লীলা প্রভুর অন্তরে অর্থাৎ অন্তঃকরণে সর্ব্বদা জাগরিত।

৫৩। কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করিয়া ব্রজবাসিদিগকে নিমন্ত্রণ করিলে গোপীগণ তথায় গিয়া কৃষ্ণদর্শন-সুখ লাভ করেন। প্রভুর অন্তঃকরণে কৃষ্ণবিরহভাব উদ্দীপিত ছিল। কেবল যে যে সময়ে জগন্নাথ দর্শন করিতেন, সেইসব সময়ে কুরুক্ষেত্র-মিলন-ভাব তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইত।

৫৬। কুরুক্ষেত্রের মিলনে সন্তোষ না পাইয়া কৃষ্ণকে ব্রজে লইয়া গিয়া তাহার সহিত মিলন করি, এই ভাবটী তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা উঠিত।

অনুভাষ্য

মথুরাপুরস্থানে প্রস্থান, ৪। মথুরান্ত প্রদেশ-নির্দ্দেশ, ৫। কংসবধ, ৬। ব্রজপতি-বিসর্জ্জনকষ্ট, ৭। নন্দের ব্রজপ্রবেশ, ৮। অধ্যয়নাদি, ৯। গুরুপুত্রানয়ন, ১০। উদ্ধবের ব্রজাগমন, ১১। ভ্রমর-দূতভ্রম, ১২। উদ্ধবের প্রত্যাগমন, ১৩। জরাসন্ধবন্ধন, ১৪। যবন জরাসন্ধ, ১৫। বলভদ্র-বিবাহ, ১৬। রুক্মিণীবিবাহ, ১৭। সপ্তবিবাহ, ১৮। নরকবধ, পারিজাতহরণ, ষোড়শ-সহস্র মহিষী-বিবাহ, ১৯। বাণবিজয়, ২০। রামব্রজাগমনকামনা, ২১। পৌণ্ড্রক-যুদ্ধ, ২২। দ্বিবিদ-বধ, হস্তিনাপুর বিমর্ষণ, ২৩। কুরুক্ষেত্রে যাত্রা, ২৪। ব্রজবাসিগণের কুরুক্ষেত্রে যাত্রা, ২৫। উদ্ধব-মন্ত্রণা, ২৬। রাজ-মোচন, ২৭। রাজসূয়, ২৮। শাল্ববিনাশন, ২৯। ব্রজাগমনবিষয়ক বিচার, ৩০। কৃষ্ণের ব্রজাগমন, ৩১। রাধাদির বাধা-সমাধান, ৩২। সর্ব্বসমাধান, ৩৩। রাধামাধব-অধিবাস, ৩৪। রাধাকৃষ্ণের অলঙ্করণ, ৩৫। রাধামাধব-বিবাহনির্ব্বাহ, ৩৬। রাধামাধবের মিলন, ৩৭। গোলোক-প্রবেশ।

৫৩-৫৬। শ্রীমহাপ্রভু রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া সুদীর্ঘ মাথুরবিরহভাব গ্রহণপূর্ব্বক নিরন্তর সম্ভোগের পুষ্টিকারক বিপ্রলম্ভ-রসের মূর্ত্তিমান্ প্রাকট্যই জীবের একমাত্র সাধন জানাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ৮২ অধ্যায়-বর্ণিত কৃষ্ণ-দর্শনোৎসুকা গোকুলবাসিনী ব্রজগোপীসকল কুরুক্ষেত্রে স্যমন্ত-

পূর্ব্বোক্ত ভাবদ্যোতক শ্লোক ঃ—

কাব্যপ্রকাশে (১।৪) ; সাহিত্য-দর্পণে (১।১০) ; পদ্যাবলী (৩৮২)—

যঃ কৌমারহরঃ সঃ এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠ্যতে ॥ ৫৮ ॥

একমাত্র দামোদরস্বরূপই প্রভুর ভাব-জ্ঞাতা ঃ—

এই শ্লোকের অর্থ জানে একেলা স্বরূপ ।
দৈবে সে বৎসর তাহাঁ গিয়াছেন রূপ ॥ ৫৯ ॥

শ্রীরূপকর্ত্তৃক তদনুরূপ স্বকৃত শ্লোক ঃ—

প্রভুমুখে শ্লোক শুনি' শ্রীরূপগোসাঞি ।
সেই শ্লোকের অর্থ-শ্লোক করিলা তথাই ॥ ৬০ ॥

মহাপ্রভু ও শ্রীরূপের শ্লোক-কাহিনী ঃ—

শ্লোক করি' এক তালপত্রেতে লিখিয়া ।
আপন বাসার চালে রাখিলা গুঞ্জিয়া ॥ ৬১ ॥
শ্লোক রাখি' গেলা সমুদ্রস্নান করিতে ।
হেনকালে আইলা প্রভু তাঁহারে মিলিতে ॥ ৬২ ॥

অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণগুরু বৈষ্ণবাচার্য্য হইয়াও দৈন্যবশতঃ মর্য্যাদার অনুরোধে তিনজনের জগন্নাথ-মন্দিরে গমনে অনিচ্ছা ঃ—

হরিদাস ঠাকুর, শ্রীরূপ-সনাতন ।
জগন্নাথ-মন্দিরে না যা'ন তিন জন ॥ ৬৩ ॥
মহাপ্রভু জগন্নাথের উপল-ভোগ দেখিয়া ।
নিজগৃহে যা'ন এই তিনেরে মিলিয়া ॥ ৬৪ ॥
এই তিন মধ্যে যবে থাকে যেই জন ।
তাঁরে আসি' আপনে মিলে,—প্রভুর নিয়ম ॥ ৬৫ ॥
দৈবে আসি' প্রভু যবে ঊর্দ্ধেতে চাহিল ।
চালে গোঁজা তালপত্রে সেই শ্লোক পাইল ॥ ৬৬ ॥
শ্লোক পড়ি' আছে প্রভু আবিষ্ট হইয়া ।
রূপগোসাঞি আসি' পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ৬৭ ॥

রূপের প্রতি প্রভুর অকৃত্রিম স্নেহ-কৃপা ঃ—

উঠি' মহাপ্রভু তাঁরে চাপড় মারিয়া ।
কহিতে লাগিলা কিছু কোলেতে করিয়া ॥ ৬৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৮। যিনি কৌমার-কালে রেবানদীতীরে আমার চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন, তিনিই আমার এখন পতি হইয়াছেন ; সেই মধুমাসের রাত্রিও উপস্থিত ; উন্মীলিত-মালতীপুষ্পের সৌগন্ধও আছে ; কদম্বকানন হইতে বায়ুও মধুররূপে বহিতেছে ; সুরত-ব্যাপারলীলাকার্য্যে আমি সেই নায়িকাও উপস্থিত ; তথাপি আমার চিত্ত এ অবস্থায় সন্তুষ্ট না হইয়া রেবাতটস্থ বেতসী-তরুতলের জন্য নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

৫৯। একেলা স্বরূপ—উক্ত শ্লোকটী নিতান্ত হেয় নায়ক-নায়িকা-সম্বন্ধে বিরচিত। মহাপ্রভু ইহা যে এত আদরে পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য স্বরূপদামোদর ব্যতীত আর কেহই জানিতেন না।

অনুভাষ্য

পঞ্চকে গ্রহণোপলক্ষে গমন করিয়া যেরূপ হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীগৌরসুন্দরের নীলাচলপতি-দর্শনে তদ্ভাবেরই দ্বিতীয়বার অধিষ্ঠান। গোপললনাগণ যেরূপ কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য অপনোদন করিয়া কৃষ্ণকে গোকুলের মাধুর্য্য-আস্বাদনে লইয়া যাইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তদ্রূপ গৌরহরি কুরুক্ষেত্ররূপ নীলাচল-মন্দির হইতে কৃষ্ণরূপ জগন্নাথদেবকে বৃন্দাবনরূপ গুণ্ডিচামন্দিরাভিমুখী রথের সম্মুখে শ্রীগৌরসুন্দররূপ শ্রীমতী বার্ষভানবীর হৃদয়ের ভাব গান করিয়া পারকীয় বিহারস্থলী গুণ্ডিচায় লইয়া যাইতেছেন।

৫৩-৬০। মধ্য, ১৩শ পঃ ১১১-১৫৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৬৩। হরিদাস ঠাকুর কাজিপুত্র ; মন্দিরের মর্য্যাদাভঙ্গ-আশঙ্কায় শ্রীমন্দিরে যাইতেন না। রূপ-সনাতন আপনাদিগকে "তৃণাদপি সুনীচ" জ্ঞান করত নীচজাতির সহিত অধিকার-সামান্য-বুদ্ধিক্রমে শ্রীমন্দিরে যাইতেন না।

৬৪। উপল-ভোগ—ছত্র-ভোগ। জগন্নাথদেবের অন্যসমস্ত ভোগ মণিকোঠার মধ্যে হইয়া থাকে। দিবা দুই প্রহরের পর যে বৃহৎ ভোগ হয়, তাহা, গরুড়ের পশ্চাতে যে একটী বৃহৎ প্রস্তরময় স্থান আছে, তাহার উপর হইয়া থাকে। উপল-শব্দে প্রস্তর ; সেই প্রস্তরময় ভূমির উপর ঐ ভোগটী হয় বলিয়া তাহার নাম 'উপল-ভোগ'।

৬৮। উঠি—কোন পাঠে, 'উঠাই'।

অনুভাষ্য

৫৮। হে সখি, যঃ কান্তঃ কৌমারহরঃ (কৌমারং হরতি অপনয়তি যঃ সঃ) স এব হি বরঃ, তাঃ এব চৈত্রক্ষপাঃ (মধু-চৈত্রমাসস্য জ্যোৎস্নাবত্যঃ রজন্যঃ), তথা তে চ উন্মীলিত-মালতীসুরভয়ঃ (উন্মীলিতানিঃ বিকশিতানিঃ যানি মালতী পুষ্পানি তৈঃ সুরভয়ঃ সুগন্ধাঃ), প্রৌঢ়াঃ (ঘনসুখপ্রদাঃ) কদম্বা-নিলাঃ (কদম্ব-সুরভিপূর্ণাঃ সমীরণাঃ) [বহন্তি], সা চ অহমেবাস্মি, তথাপি তত্র রেবারোধসি (রেবানদীতটে) বেতসীতরুতলে (বেতসীকণ্টক-বেষ্টিতে নির্জ্জন-সুশীতলপ্রদেশে) সুরতব্যাপার-লীলাবিধৌ (নায়কসঙ্গাকাঙ্ক্ষায়াং যত্র পূর্ব্বসঙ্গমো জাতস্তত্রৈব) চেতঃ (মনঃ) সমুৎকণ্ঠতে (বিহর্ত্তুং উৎসহতে)।

"মোর শ্লোকের অভিপ্রায় না জানে কোন জনে।
মোর মনের কথা তুঞি জানিলি কেমনে??" ৬৯ ॥
এত বলি' তাঁরে বহু প্রসাদ করিয়া।
স্বরূপ-গোসাঞিরে শ্লোক দেখাইল লঞা ॥ ৭০ ॥

স্বরূপকে শ্রীরূপকৃত-শ্লোক প্রদর্শন ও জিজ্ঞাসা ঃ—

স্বরূপে পুছেন প্রভু হইয়া বিস্মিতে।
"মোর মনের কথা রূপ জানিল কেমতে ??" ৭১ ॥
স্বরূপ কহে,—"যাতে জানিল তোমার মন।
তাতে জানি,—হয় তোমার কৃপার ভাজন ॥" ৭২ ॥
প্রভু কহে,—"তারে আমি সন্তুষ্ট হঞা।
আলিঙ্গন কৈলুঁ সর্ব্বশক্তি সঞ্চারিয়া ॥ ৭৩ ॥
যোগ্যপাত্র হয় গূঢ়রস-বিবেচনে।
তুমিও কহিও তারে গূঢ়রসাখ্যানে ॥" ৭৪ ॥
এসব কহিব আগে বিস্তার করিঞা।
সংক্ষেপে উদ্দেশ কৈল প্রস্তাব পাইয়া ॥ ৭৫ ॥

পদ্যাবলীতে শ্রীরূপকৃত শ্লোক (৩৮৭)—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ ৭৬ ॥

শ্লোকে জগন্নাথ-দর্শনে প্রভুর ভাব ব্যক্ত ঃ—

এই শ্লোকের সংক্ষেপার্থ শুন, ভক্তগণ।
জগন্নাথ দেখি' যৈছে প্রভুর ভাবন ॥ ৭৭ ॥

কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণদর্শনে রাধিকার ভাব ঃ—

শ্রীরাধিকা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণের দরশন।
যদ্যপি পায়েন, তবু ভাবেন ঐছন ॥ ৭৮ ॥

বিধিধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করাইয়া ব্রজে দীনা গোপীগণ-
মধ্যে কৃষ্ণকে পাইতে আকাঙ্ক্ষা ঃ—

রাজবেশ, হাতী, ঘোড়া, মনুষ্য গহন।
কাহাঁ গোপবেশ, কাহাঁ নির্জ্জন বৃন্দাবন ॥ ৭৯ ॥
সেই ভাব, সেই কৃষ্ণ,সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই, তবে হয় বাঞ্ছিত-পূরণ ॥ ৮০ ॥

কৃষ্ণকে স্বগৃহে পাইতে আকাঙ্ক্ষা ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৮২।৪৮)—

আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ৮১ ॥

দীর্ঘ বিরহান্তে মিলনাকাঙ্ক্ষা ঃ—

তোমার চরণ মোর ব্রজপুরঘরে।
উদয় করয়ে যদি, তবে বাঞ্ছা পূরে ॥ ৮২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৬। হে সহচরি, আমার সেই অতিপ্রিয় কৃষ্ণ অদ্য কুরুক্ষেত্রে মিলিত হইলেন, আমিও সেই রাধা ; আবার আমাদের উভয়ের মিলন-সুখও তাই বটে ; তথাপি এই কৃষ্ণের বনমধ্যে ক্রীড়াশীল মুরলীর পঞ্চমসুরে আনন্দ-প্লাবিত কালিন্দী-পুলিনগত বনের জন্য আমার চিত্ত স্পৃহা করিতেছে।

অনুভাষ্য

৭৫-৮৪। মধ্য, ১৩ পঃ ১২১-১৫৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৭৬। হে সহচরি (সখি,) সঃ (মম কান্তঃ) অয়ং প্রিয়ঃ (প্রাণারামঃ) কৃষ্ণঃ কুরুক্ষেত্রমিলিতঃ (কুরুক্ষেত্রে প্রাপ্তঃ) তথা সা রাধা অহং উভয়োঃ তৎ ইদং সঙ্গমসুখং (মিথো মিলনেন যদ্যপি সুখং জাতং) ; তথাপি অন্তঃখেলন্মধুর-মুরলী-পঞ্চমজুষে (অন্তঃ হৃদয়াভ্যন্তরে বৃন্দাবিপিনমধ্যে বা খেলন্ ক্রীড়ন্ মধুরো যঃ বংশ্যাঃ পঞ্চমো রাগঃ তং জুষতে সেবতে তস্মৈ) কালিন্দী-পুলিনবিপিনায় (কালিন্দ্যাঃ যমুনায়াঃ পুলিনং তটস্থলং তস্মিন্ যৎ বিপিনং তরু-সমাকীর্ণং নির্জ্জনং কাননং তস্মৈ বংশীনিনাদ-পূর্ণযামুনতটান্তস্থ-বৃন্দাবনায়) মে (মম) মনঃ স্পৃহয়তি (গমনায় সমুৎকণ্ঠিতো ভবতি)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮১। গোপীগণ বলিলেন,—হে কমলনাভ, সংসার-কূপে পতিত-জনের উত্তরণের একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ তোমার পাদপদ্ম, যাহা অগাধবোধ যোগেশ্বরদিগের হৃদয়েই সর্ব্বদা চিন্তনীয়, তাহা গৃহসেবী আমাদিগের মনে উদিত হউক্। কোন কোন পাঠে নিম্নলিখিত শ্লোকটী দৃষ্ট হয়,—

(শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কঃ, ৮৩ অঃ, ২য় শ্লোক)
"ত এবং লোকনাথেন পরিপৃষ্টাঃ সুসৎকৃতাঃ।
প্রত্যুচুর্হৃষ্টমনসস্তৎপাদেক্ষাহতাংহসঃ।।"

অনুভাষ্য

৮১। স্যমন্তপঞ্চক বা কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণপ্রমুখ বৃষ্ণিগণের সহিত গোপগোপীগণের মিলনের পর কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের উক্তি,—

গোপ্যঃ আহুঃ—হে নলিননাভ (পদ্মনাভ), অগাধবোধৈঃ (বুদ্ধ্যৈঃ পারঙ্গতৈঃ) যোগেশ্বরৈঃ (বিষয়নিবৃত্তৈঃ) হৃদি (মনসি) বিচিন্ত্যং (সর্ব্বতোভাবেন চিন্তনীয়ং) সংসারকূপপতিতোত্তরণা-বলম্বং (সংসার এব কূপঃ তস্মিন্ পতিতাঃ যে তেষাং উত্তরণায় উদ্ধারায় অবলম্বম্ আশ্রয়রূপং বিষয়রতানাং মুক্ত্যুপায়রূপং)

ভাগবতের শ্লোকার্থ বিচার করিঞা ।
রূপ-গোসাঞি শ্লোক কৈল লোক বুঝাইঞা ॥ ৮৩ ॥

বিরহহেতু চিরমধুর-স্মৃতিময় মিলনের আকাঙ্ক্ষা ঃ—

ললিতমাধব (১০।৩৮)—

যা তে লীলারসপরিমলোদ্‌গারিবন্যাপরীতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাথুরী মাধুরীভিঃ ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ
সম্বীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসি-বেণুর্বিহারম্ ॥ ৮৪ ॥

বিরহহেতু জগন্নাথকে ব্রজে লইতে আগ্রহ ঃ—

এইরূপ মহাপ্রভু দেখি' জগন্নাথে ।
সুভদ্রা-সহিত দেখে, বংশী নাহি হাতে ॥ ৮৫ ॥

ত্রিভঙ্গ-সুন্দর ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
কাহাঁ পাব, এই বাঞ্ছা করে অনুক্ষণ ॥ ৮৬ ॥

উদ্ধবদর্শনে রাধিকার ভাবময় প্রভু ঃ—

রাধিকা-উন্মাদ যৈছে উদ্ধব-দর্শনে ।
উদ্‌ঘূর্ণা-প্রলাপ তৈছে প্রভুর রাত্রি-দিনে ॥ ৮৭ ॥

শেষ ১২ বৎসর প্রভুর কৃষ্ণবিরহ ঃ—

দ্বাদশ বৎসর শেষ ঐছে গোঙাইল ।
এই মত শেষলীলার বিধান করিল ॥ ৮৮ ॥

প্রভুর অসীম লীলা ঃ—

সন্ন্যাস করি' চব্বিশ বৎসর কৈলা যে যে কর্ম্ম ।
অনন্ত, অপার—তার কে জানিবে মর্ম্ম ॥ ৮৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৪। হে কৃষ্ণ, তোমার যে লীলা-রস-গন্ধ-বিস্তারী বনসমূহ-দ্বারা ব্যাপ্ত, মাথুরমণ্ডলীয় মাধুরীদ্বারা পরিবৃত এবং ভাবদ্বারা মুগ্ধমন গোপীগণ যে আমরা, আমাদের কর্ত্তৃক পরিসেবিত ধন্য বৃন্দাবনভূমি বিলাস করিতেছেন। বংশীবদন, (তথায়) তুমি আমাদের সহিত মিলিত হইয়া সেই লীলা-বিহার কর।

অনুভাষ্য

তে (তব) পদারবিন্দং (চরণকমলং) গেহং (গোপভবনং বৃন্দাবনং) জুষাং (সেবমানানাং সহজগৃহধর্ম্মনিরতানাং গোপীনাং) অপি নঃ (অস্মাকং) মনসি সদা উদিয়াৎ। [সাংসারিকবিষয়-রসাবিষ্টানাং উদ্ধরণসমর্থং বিষয়রহিতানাং যোগীনাং চ ধ্যান-বিষয়াত্মকং তব পদকমলং, কিন্তু অস্মাকং সহজগৃহধর্ম্মপরাণাং তব বিরহসিন্ধুনিমগ্নানাং নোদ্ধর্ত্তুং শক্নুয়াৎ, যতঃ বয়ং ন ধ্যান-পরা যোগিনঃ, ন চ পতিপুত্রাদিকথারতাঃ কৃপণাঃ সংসারিণঃ]।

৮২। গোপীগণ বিশুদ্ধ কৃষ্ণসেবাপরা। তাঁহারা কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বা অন্য তাদৃশ মাহাত্ম্যে বিমুগ্ধ হইয়া সেবাপরা নহেন ; সুতরাং কুরুক্ষেত্রের হাতী, ঘোড়া ও রাজবেশে তাঁহাদের কখনই রুচি নাই। যেরূপ গোপীজনবল্লভ কৃষ্ণ গোপীদিগের নির্ম্মল প্রেম-ভাবেই আবদ্ধ, গোপীগণও তাদৃশ গোপীজনবল্লভেরই নিত্যা সেবিকা। দুর্ব্বোধবৈভব-পতিকে বিষয়নিবৃত্ত তদেকচিত্ত যোগিগণ যেরূপ ধ্যানের দ্বারা অনুশীলন করেন, অথবা বিষয়প্রবৃত্তগণ বিষয়সমৃদ্ধির জন্য নিজদেহপুত্রকলত্রাদির ঐহিক মঙ্গল বা নিজের ভবসংসার হইতে মুক্ত হইবার উদ্দেশে হরিপদাশ্রয় করেন, গোপীগণের তাদৃশ ধ্যানপরা চেষ্টা বা সৎকর্ম্মনিপুণতা নাই। তাঁহারা সর্ব্বেন্দ্রিয়দ্বারা কায়মনোবাক্যে কৃষ্ণের শুদ্ধসেবায় নিরতা। নীরস-শুষ্কতর্কবিচার বা প্রাকৃত রসের রাহিত্য বা সাহিত্য উভয় ত্যাগ করিয়া গোপীগণ, তাঁহাদের নিজস্ব বল্লভ অন্যের কার্য্যে ব্যস্ত বা মর্য্যাদাবান্ হইয়া স্থানান্তরে অবস্থিত হউন, এরূপ চা'ন না। শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনকে শ্রীবৃন্দাবনে স্থাপনপূর্ব্বক গোপীগণ কায়মনোবাক্যে কেবল কৃষ্ণসেবার দ্বারা তাঁহার প্রীতিসাধনেই সুখলাভ করেন।

৮৪। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী রাধিকাকে অভীষ্টবর প্রার্থনা করিতে বলিলে শ্রীমতীর উক্তি,—

লীলারসপরিমলোদ্‌গারিবন্যাপরীতা (লীলারস-সুরভি-নিঃসারিণী যা বন্যা বনসমূহতয়া পরীতা ব্যাপ্তা), মাথুরী (মথুরা-সম্বন্ধিনী) মাধুরীভিঃ (সৌন্দর্য্যৈঃ) বৃতা (আবৃতা) ধন্যা (প্রশংসনীয়া), যা তে (তব) ক্ষৌণী (ব্রজভূমিঃ) বিলসতি, তত্র (ব্রজপূর্য্যাং) চটুলপশুপীভাবমুগ্ধান্তরাভিঃ (চটুলাঃ চঞ্চলাঃ পশুপীভাবেন গোপীভাবেন মুগ্ধান্তঃকরণং যাসাং তাভিঃ) অস্মাভিঃ (গোপীভিঃ) সংবীতঃ (সম্মিলিতঃ) বদনোল্লাসিবেণুঃ (বদনাৎ উল্লসিতুং শীলমস্য ইতি উল্লাসী বংশী যস্য তথাভূতঃ সন্, স্মিতবদনোত্থ-গোপ্যুন্মাদিমুরলীনিনাদকারী) ত্বং বিহারং কলয় (কুরু)।

৮৭। উন্মাদ—উদঘূর্ণা ও চিত্রজল্পাদিযুক্ত দিব্যোন্মাদ। উজ্জ্বলনীলমণৌ,—"এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ। ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে।। উদ্‌ঘূর্ণা চিত্র-জল্পাদ্যাস্তদ্ভেদা বহবো মতাঃ।" অধিরূঢ়-মহাভাবে মোদন এবং মাদন,—দুইপ্রকার ভেদ। মোদনভাব প্রবিশ্লেষ-দশায় 'মোহন' নামে প্রসিদ্ধ। মোহনে বিচ্ছেদ-জন্য বিবশতা-ক্রমে সাত্ত্বিকভাব-সমূহ সুষ্ঠুরূপে প্রদীপ্ত হয়। "কামপি নির্ব্বক্তুমশক্যাং গতিং বৃত্তিমুপেয়ুষঃ প্রাপ্তস্য কাপ্যদ্ভুতা বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদঃ।" কোন

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৭। উদ্‌ঘূর্ণা-প্রলাপ—নানাপ্রকার বিবশ চেষ্টা হইতে যে প্রলাপাদির উদয় হয়।

গ্রন্থকারের দিগ্‌দর্শন ঃ—

উদ্দেশ করিতে করি দিগ্‌-দরশন।
মুখ্য-মুখ্য-লীলার করি সূত্র গণন ॥ ৯০ ॥

আদৌ প্রভুর সন্ন্যাস, পরে বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

প্রথম সূত্র প্রভুর সন্ন্যাসকরণ।
সন্ন্যাস করি' চলিলা প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥ ৯১ ॥

তিনদিন রাঢ়ে ভ্রমণ ঃ—

প্রেমেতে বিহ্বল বাহ্য নাহিক স্মরণ।
রাঢ়দেশে তিন দিন করিলা ভ্রমণ ॥ ৯২ ॥

নিত্যানন্দের চাতুর্য্যে প্রভুর নবদ্বীপে আগমন ঃ—

নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভু ভুলাইয়া।
গঙ্গাতীরে লঞা গেলা 'যমুনা' বলিয়া ॥ ৯৩ ॥

শান্তিপুরের অদ্বৈতগৃহে ভিক্ষা ও কীর্ত্তন ঃ—

শান্তিপুরে আচার্য্যের গৃহে আগমন।
প্রথম ভিক্ষা কৈল তাহাঁ, রাত্রে সঙ্কীর্ত্তন ॥ ৯৪ ॥

শচী ও ভক্তগণসহ মিলন, পুরীতে গমন ঃ—

মাতা ভক্তগণের তাঁহা করিল মিলন।
সর্ব্ব সমাধান করি' কৈল নীলাদ্রিগমন ॥ ৯৫ ॥

পুরীপথে রেমুণায় মাধবেন্দ্রপুরীর বৃত্তান্ত ও গোপীনাথ-দর্শন ঃ—

পথে নানা লীলা, সব দেব-দরশন।
মাধবপুরীর কথা, গোপাল-স্থাপন ॥ ৯৬ ॥

নিত্যানন্দকর্ত্তৃক সাক্ষিগোপাল-বৃত্তান্ত ও প্রভুর দণ্ডভঙ্গ ঃ—

ক্ষীর-চুরি-কথা, সাক্ষিগোপাল-বিবরণ।
নিত্যানন্দ কৈল প্রভুর দণ্ড-ভঞ্জন ॥ ৯৭ ॥

একাকী জগন্নাথ-দর্শন-মূর্চ্ছা ঃ—

ক্রুদ্ধ হঞা একা গেলা জগন্নাথ দেখিতে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত হঞা পড়িলা ভূমিতে ॥ ৯৮ ॥

সার্ব্বভৌম-গৃহে প্রভুকে আনয়ন ও মূর্চ্ছাভঙ্গ ঃ—

সার্ব্বভৌম লঞা গেলা আপন-ভবন।
তৃতীয় প্রহরে প্রভু হইল চেতন ॥ ৯৯ ॥

পরে নিত্যানন্দ-প্রমুখ ভক্তগণসহ মিলন ঃ—

নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ।
পাছে আসি' মিলি' সবে পাইল আনন্দ ॥ ১০০ ॥

সার্ব্বভৌমকে কৃপা ও ষড়্‌ভুজ-প্রদর্শন ঃ—

তবে সার্ব্বভৌমে প্রভু প্রসাদ করিল।
আপন-ঈশ্বরমূর্ত্তি তাঁরে দেখাইল ॥ ১০১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৯৪। প্রথমভিক্ষা—সন্ন্যাসের কয়েকদিন ভ্রমণ করিয়া অদ্বৈত-প্রভুর ঘরে প্রথম অন্নভিক্ষা গ্রহণ করিলেন।

অনুভাষ্য

অনির্ব্বচনীয়া বৃত্তিলব্ধ মোহনের ভ্রমতুল্য বিচিত্রতাপূর্ণ অবস্থাকে 'দিব্যোন্মাদ' বলে। উহার উদ্‌ঘূর্ণা ও চিত্রজল্প প্রভৃতি নানা ভেদ আছে।

উদ্‌ঘূর্ণা—নানা বৈবশ্যচেষ্টাযুক্ত বিলক্ষণ-ভাব। "স্যাদ্বিলক্ষণমুদ্‌ঘূর্ণা নানাবৈবশ্যচেষ্টিতম্‌। যথা,—শয্যাং কুঞ্জগৃহে ক্বচিদ্বিতনুতে সা বাসসজ্জায়িতা নীলাভ্রং ধৃতখণ্ডিতা ব্যবহৃতিশ্চণ্ডী ক্বচিত্তর্জতি। আঘূর্ণত্যভিসারসম্ভ্রমবতী ধ্বান্তে ক্বচিদ্দারুণে রাধা তে বিরহোদ্ভ্রমপ্রমথিতা ধত্তে ন কাং বা দশাম্‌।।" উদ্ধব কৃষ্ণকে কহিলেন,—রাধা তোমার বিরহোদ্ভ্রমে প্রমথিত হইয়া কখন কুঞ্জগৃহে বাসকসজ্জা রচনা করিতেছেন, কখনও বা খণ্ডিতা হইয়া নীলমেঘকে তর্জ্জন করেন, কখনও বা অভিসারিকা হইয়া নিবিড় অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছেন, কোন্‌ দশাই বা প্রাপ্ত না হইতেছেন?

৯১। শ্রীমহাপ্রভুর সন্ন্যাস কর্ম্মিগণের বা জ্ঞানিগণের ন্যায় নহে। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন গমনলীলা প্রদর্শন করেন। প্রাকৃত ভোগবিচার-রহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুকূল অনুশীলনই অবৈষ্ণবতা হইতে সন্ন্যাস-গ্রহণ। "অনাসক্তস্য

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বিষয়ান্‌ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ। নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে।।" জ্ঞানি-সন্ন্যাসী হরিসেবাবিমুখ হইয়া—অপ্রাকৃত তত্ত্ব বুঝিতে অসমর্থ হইয়া হরিসম্বন্ধিবস্তুকে প্রাপঞ্চিক মনে করেন।

৯১-৯৫। মধ্য, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৯৬। শ্রীমাধবপুরী-শব্দে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী। শ্রীবল্লবভট্ট শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামিশাখায় শ্রীমঙ্গলভাষ্যলেখক শ্রীমাধবাচার্য্যের নিকট হইতে ত্রিদণ্ডগ্রহণ করেন। শ্রীমাধবাচার্য্য শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

৯৬-৯৭। মধ্য, ৪র্থ ও ৫ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৯৭। ক্ষীরচোরা গোপীনাথ—শ্রীপাট রেমুণায় (বি, এন, আর, লাইনে বালেশ্বর-ষ্টেশন হইতে পাঁচ মাইল পশ্চিমে) বিরাজিত। বর্ত্তমান মন্দিরের সেবায়েত শ্যামসুন্দর অধিকারী—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর অধস্তন শ্রীল রসিকানন্দ মুরারির শ্রীপাট মেদিনীপুর জেলার প্রান্তদেশস্থিত গোপীবল্লভপুরের শিষ্য।

সাক্ষিগোপাল—বি, এন, আর, লাইনে পুরীপথে ঐ নামে ষ্টেশন হইতে অল্পদূরেই 'সত্যবাদী'-নামক গ্রামে শ্রীমন্দির অবস্থিত। শ্রীমহাপ্রভুর সময়ে কটক-সহরে সাক্ষিগোপালের মন্দির ছিল (মধ্য, ৫ম পঃ ৮ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

১০১। মধ্য ষষ্ঠ পঃ ২০১-২০৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

প্রভুর দাক্ষিণাত্যে গমন ও কূর্ম্মক্ষেত্রে কুষ্ঠরোগী বিপ্রের উদ্ধার ঃ—

তবে ত' করিলা প্রভু দক্ষিণ গমন ।
কূর্ম্মক্ষেত্রে কৈল বাসুদেব-বিমোচন ॥ ১০২ ॥

জিয়ড়-নৃসিংহ-দর্শন ঃ—

জিয়ড়-নৃসিংহে কৈল নৃসিংহ-স্তবন ।
পথে-পথে গ্রামে-গ্রামে নামপ্রবর্ত্তন ॥ ১০৩ ॥

বিদ্যানগরে গোদাবরীতটে রায়-রামানন্দসহ মিলন ঃ—

গোদাবরীতীর-বনে বৃন্দাবন-ভ্রম ।
রামানন্দ রায় সহ তাহাঞি মিলন ॥ ১০৪ ॥

তিরুমলয় তিরুপতি-দর্শন ঃ—

ত্রিমল্ল-ত্রিপদী স্থান কৈল দরশন ।
সর্ব্বত্র করিল কৃষ্ণনাম প্রচারণ ॥ ১০৫ ॥

পাষণ্ডী বৌদ্ধ-উদ্ধার ও অহোবল-নৃসিংহ-দর্শন ঃ—

তবে ত' পাষণ্ডিগণে করিল দলন ।
অহোবল-নৃসিংহাদি কৈল দরশন ॥ ১০৬ ॥

শ্রীরঙ্গনাথ-দর্শন ঃ—

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র আইলা কাবেরীর তীর ।
শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অস্থির ॥ ১০৭ ॥

তিরুমলয় ভট্টের গৃহে চাতুর্ম্মাস্য-যাপন ঃ—

ত্রিমল্ল ভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস ।
তাহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা চারি মাস ॥ ১০৮ ॥

তিরুমলয় ভট্ট—শ্রীসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ঃ—

'শ্রীবৈষ্ণব' ত্রিমল্লভট্ট—পরম পণ্ডিত ।
গোসাঞির পাণ্ডিত্য-প্রেমে হইলা বিস্মিত ॥১০৯॥
চাতুর্ম্মাস্য মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ণবের সনে ।
গোঙাইল নৃত্য-গীত-কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে ॥ ১১০ ॥

শ্রীরঙ্গের দক্ষিণে পরমানন্দপুরীসহ মিলন ঃ—

চাতুর্ম্মাস্যান্তরে পুনঃ দক্ষিণ গমন ।
পরমানন্দপুরী সহ তাহাঞি মিলন ॥ ১১১ ॥

সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে নিস্তার, রামসেবককে কৃষ্ণনামে প্রবর্ত্তন ঃ—

তবে ভট্টথারি হৈতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার ।
রামজপী বিপ্রমুখে কৃষ্ণনাম প্রচার ॥ ১১২ ॥

অনুভাষ্য

১০২। মধ্য ৭ম পঃ ১১৩ সংখ্যার অনুভাষ্যে কূর্ম্মস্থান ও শ্রীনরহরি (নৃহরি) তীর্থের সময়ে ১২০৩ শকাব্দার প্রস্তর-ফলক-বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

১০৩। মধ্য ৮ম পঃ ৩য় সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১০৪। মধ্য ৮ম পঃ ১১ ও ১৪-২০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১০৫। ত্রিমল্ল (তিরুমলয়)—তাঞ্জোর জিলায় অবস্থিত (মধ্য ৯ম পঃ ৭১ সংখ্যা)। ত্রিপদী (তিরুপতি, পদি বা তিরু-পাট্টুর) —(উত্তর আর্কটে) ব্যেঙ্কটাচলের উপত্যকায় অবস্থিত, তথায় শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির। ঐ ব্যেঙ্কটাচলের উপরে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীবালা-জীর মন্দির (মধ্য, ৯ম পঃ ৬৪ সংখ্যা)।

১০৬। পাষণ্ডিদলন—মধ্য, ৯ম পঃ ৪২-৬২ সংখ্যা।

অহোবল—নামান্তর, 'অহোবিলম্'-মন্দির—দাক্ষিণাত্যে কর্ণুল-জেলায় সার্ব্বেল-তালুকের অন্তর্গত। সমগ্র জিলায় এই নৃসিংহদেবের মন্দিরটীই বিখ্যাত। পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য নয়টী বিষ্ণুবিগ্রহযুক্ত মন্দির মিলিয়া 'নবনৃসিংহমন্দির'-নামে কথিত। প্রধান মন্দিরটী ৬৪টী স্তম্ভের উপর নির্ম্মিত ; ঐ স্তম্ভসমূহের প্রত্যেকটী আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভে খোদিত। মন্দিরের সম্মুখে তিন ফিট ব্যাসবিশিষ্ট ও প্রচুর স্থাপত্য-কারুকার্য্যের নিদর্শনরূপে শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত প্রকাণ্ড স্তম্ভযুক্ত একটী অসম্পূর্ণ কিন্তু অতি বিচিত্র মণ্ডপ বিদ্যমান (কর্ণুল ম্যানুয়েল)।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১০। চাতুর্ম্মাস্য—আষাঢ়মাসের শুক্লদ্বাদশী হইতে কার্ত্তিক-মাসের শুক্লদ্বাদশী পর্য্যন্ত।

১১২। রামজপী—যে বিপ্র রাম-নাম জপ করিতেছিল।

অনুভাষ্য

১০৭। শ্রীরঙ্গক্ষেত্র—মধ্য ৯ম পঃ ৭৯ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১০৮-১০৯। ত্রিমল্লভট্ট—তামিলপ্রদেশের অন্তর্গত শ্রীরঙ্গম্ ও অন্যান্য স্থানের অধিবাসিগণের 'তিরুমলয়' বা 'ব্যেঙ্কট' নাম রাখিবার রীতি নাই ; বিশেষতঃ তিরুমলয় বা ব্যেঙ্কট ভট্ট প্রভৃতি বড়্গলই অর্থাৎ উত্তর-প্রদেশবাসী আন্ধ্রদেশীয় বৈষ্ণব এবং শ্রীরঙ্গম্‌বাসিগণ তেঙ্গলই বা দক্ষিণ-প্রদেশবাসী বৈষ্ণব। মধ্য, ৯ম পঃ ৮২ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহ ও অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১১০। শ্রীবৈষ্ণবগৃহে প্রভুর চাতুর্ম্মাস্য-যাপন—মধ্য, ৯ম পঃ ৮৪-১৬৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১১। তাহাঞি—ঋষভ পর্ব্বতে (মধ্য, ৯ম পঃ ১৬৭-১৭৩ সংখ্যা ও ১৬৭ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

১১২। ভট্টথারি—ইহাই প্রকৃত শব্দ। মালাবার-প্রদেশে শুচি-অভিমানী প্রচুর নম্বুদ্রি-ব্রাহ্মণগণের বাস। এই ভট্টথারিগণ তাহাদের পৌরোহিত্য করেন। ইঁহাদের মারণ-উচাটন-বশীকরণ প্রভৃতি তান্ত্রিক যাগ-যজ্ঞের পারদর্শিতা বিখ্যাত। প্রভুর সঙ্গী চঞ্চলচিত্ত তরলমতি কৃষ্ণদাস-বিপ্র ইহাদেরই কবলে পড়িয়া

শ্রীরঙ্গপুরীসহ মিলন, রাবণের মায়াসীতা-হরণ-তথ্য-বর্ণনাদ্বারা রামদাস বিপ্রকে সান্ত্বনা ঃ—

শ্রীরঙ্গপুরী সহ তাহাঞি মিলন ।
রামদাস বিপ্রের কৈল দুঃখবিমোচন ॥ ১১৩ ॥

তত্ত্ববাদী মাধ্বমঠাধীশ-সহ বিচার ঃ—

তত্ত্ববাদী সহ কৈল তত্ত্বের বিচার ।
আপনাকে হীনবুদ্ধি হৈল তাঁ-সবার ॥ ১১৪ ॥

বিষ্ণুবিগ্রহ-দর্শন ঃ—

অনন্ত, পুরুষোত্তম, শ্রীজনার্দ্দন ।
পদ্মনাভ, বাসুদেব কৈল দরশন ॥ ১১৫ ॥

সপ্ততাল-মোচন, রামেশ্বরে সেতুবন্ধতীর্থে স্নান ঃ—

তবে প্রভু কৈল সপ্ততাল-বিমোচন ।
সেতুবন্ধে স্নান, রামেশ্বর-দরশন ॥ ১১৬ ॥

রামেশ্বরতীর্থ হইতে কূর্ম্মপুরাণ লইয়া রামদাস-বিপ্রের দুঃখমোচন ঃ—

তাহাঞি করিল কূর্ম্মপুরাণ শ্রবণ ।
মায়াসীতা নিলেক রাবণ, তাহাতে লিখন ॥ ১১৭ ॥
শুনিয়া প্রভুর আনন্দিত হৈল মন ।
রামদাস বিপ্রের কথা হইল স্মরণ ॥ ১১৮ ॥
সেই পুরাতন পত্র আগ্রহ করি' নিল ।
রামদাসে দেখাইয়া দুঃখ খণ্ডাইল ॥ ১১৯ ॥

'ব্রহ্মসংহিতা' ও 'কর্ণামৃত' গ্রন্থদ্বয় আনয়ন ঃ—

ব্রহ্মসংহিতা, কর্ণামৃত, দুই পুঁথি পাঞা ।
দুই পুস্তক লঞা আইলা উত্তম জানিঞা ॥ ১২০ ॥

পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন ও স্নানযাত্রা-দর্শন ঃ—

পুনরপি নীলাচলে গমন করিল ।
ভক্তগণে মেলিয়া স্নানযাত্রা দেখিল ॥ ১২১ ॥

অনবসরে আলালনাথে গমন ও অবস্থান ঃ—

অনবসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন ।
বিরহে আলালনাথ করিলা গমন ॥ ১২২ ॥

গৌড়ীয় ভক্তগণের আগমন-শ্রবণ ঃ—

ভক্তসনে দিন কত তাহাঞি রহিল ।
গৌড়ের ভক্ত আইসে, সমাচার পাইল ॥ ১২৩ ॥

প্রভুকে পুরীতে আনয়ন ঃ—

নিত্যানন্দ-সার্ব্বভৌম আগ্রহ করিঞা ।
নীলাচলে আইলা মহাপ্রভুকে লইঞা ॥ ১২৪ ॥

প্রভুর অহর্নিশ কৃষ্ণবিরহ ঃ—

বিরহে বিহ্বল প্রভু গোঙায় রাত্রি-দিনে ।
হেনকালে আইলা গৌড়ের ভক্তগণে ॥ ১২৫ ॥
সবে মিলি' যুক্তি করি' কীর্ত্তন আরম্ভিল ।
কীর্ত্তন-আবেশে প্রভুর মন স্থির হৈল ॥ ১২৬ ॥

অনুভাষ্য

জীবের একমাত্র ধর্ম্ম মহাপ্রভুর সর্ব্বোত্তমোত্তম দাস্য বিস্মৃত হইয়াছিলেন। দীনতারণ প্রভু কেশে ধরিয়া তাহাকে মায়ার দাস্য হইতে উদ্ধার করিয়া 'অহৈতুকী-কৃপাসিন্ধু' নামের সার্থকতা সম্পাদন করিলেন। ভট্টথারি-শব্দই লিপিকার-প্রমাদে বঙ্গীয় পাঠসমূহে "ভট্টমারি" হইয়া গিয়াছে।

ভট্টথারি হইতে কৃষ্ণদাসের উদ্ধার—মধ্য ৯ম পঃ ২২৬-২৩৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৩। রামসেবক বিপ্রকে কৃপা—মধ্য, ৯ম পঃ ১৮০-১৯৭, ২০১-২১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৪। তত্ত্ববাদীর গর্ব্বনাশ—মধ্য, ৯ম পঃ ২৪৫-২৭৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। এই তত্ত্ববাদাচার্য্যের নাম উত্তররাঢ়ী-মঠাধীশ শ্রীরঘুবর্য্য-তীর্থ-মধ্বাচার্য্য।

১১৫। 'অনন্ত-পদ্মনাভ'—ত্রিবান্দ্রম-জেলার স্বনাম-প্রসিদ্ধ বিষ্ণু-মন্দির।

'শ্রীজনার্দ্দন'—ত্রিবান্দ্রম-জেলার ২৬ মাইল উত্তরে বর্কালা-ষ্টেশনের নিকট বিষ্ণুমন্দির।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১২২। অনবসর—স্নানযাত্রার পর 'নবযৌবন'-দর্শনের পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত কয়েকদিবস জগন্নাথের দর্শন হয় না। সেই সময়কে 'অনবসর' বলে।

অনুভাষ্য

১১৬। সপ্ততাল-বিমোচন—মধ্য, ৯ম পঃ ৩১১-৩১৫ সংখ্যার এবং সেতুবন্ধ ও রামেশ্বর—মধ্য, ৯ম পঃ ২০০ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

১১৭-১১৯। রামদাস বিপ্রকে কূর্ম্মপুরাণ-পুরাণপত্রার্পণ—মধ্য, ৯ম পঃ ২০১-২১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২০। ব্রহ্মসংহিতা—মধ্য, ৯ম পঃ ২৩৭-২৪১ সংখ্যা ও অনুভাষ্য এবং কর্ণামৃত—মধ্য, ৯ম পঃ ৩০৫-৩০৯, ৩২৩-৩২৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২২। আলালনাথ—অপর নাম 'ব্রহ্মগিরি'—পুরী হইতে বালুকাময় পথে প্রায় ১৪ মাইল অতিক্রম করিলে শ্রীমন্দির। অধুনা এখানে একটী থানা ও ডাকঘর বর্ত্তমান (মধ্য, ৭ম পঃ ৫৯ সংখ্যার অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

১২১-১৩০। মধ্য দশম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

রায়ের পুরীতে আসিয়া প্রভুসহ কৃষ্ণকথালোচনা ঃ—

পূর্ব্বে যবে প্রভু রামানন্দেরে মিলিলা ।
নীলাচলে আসিবারে তাঁরে আজ্ঞা দিলা ॥ ১২৭ ॥
রাজ-আজ্ঞা লঞা তেঁহো আইলা কত দিনে ।
রাত্রি-দিনে কৃষ্ণকথা রামানন্দ-সনে ॥ ১২৮ ॥

কাশী ও প্রদ্যুম্ন মিশ্র এবং পরমানন্দ পুরী, গোবিন্দ ও কাশীশ্বরের সহ মিলন ঃ—

কাশীমিশ্রে কৃপা, প্রদ্যুম্ন মিশ্রাদি-মিলন ।
পরমানন্দপুরী-গোবিন্দ-কাশীশ্বরাগমন ॥ ১২৯ ॥

শ্রীস্বরূপদামোদর ও শিখি-মাহিতিসহ মিলন ঃ—

দামোদর স্বরূপ-মিলনে পরম আনন্দ ।
শিখিমাহিতি-মিলন, রায় ভবানন্দ ॥ ১৩০ ॥

গৌড় হইতে আগত কুলীনগ্রামবাসীর সহ মিলন ঃ—

গৌড় হইতে সর্ব্ব বৈষ্ণবের আগমন ।
কুলীনগ্রামবাসি-সঙ্গে প্রথম মিলন ॥ ১৩১ ॥

খণ্ডবাসী ও শিবানন্দসহ মিলন ঃ—

নরহরি দাস আদি যত খণ্ডবাসী ।
শিবানন্দ-সঙ্গে মিলিলা সবে আসি' ॥ ১৩২ ॥

ভক্তগণ-সহ স্নানযাত্রা-দর্শন ও গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ঃ—

স্নানযাত্রা দেখি' প্রভু-সঙ্গে ভক্তগণ ।
সব লঞা কৈলা প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ॥ ১৩৩ ॥

রথাগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন ঃ—

সবা-সঙ্গে রথযাত্রা কৈল দরশন ।
রথ-অগ্রে নৃত্য করি' উদ্যানে গমন ॥ ১৩৪ ॥

প্রতাপরুদ্রকে কৃপা ও প্রতিবর্ষে গৌড়ীয়-ভক্তগণকে আমন্ত্রণ ঃ—

প্রতাপরুদ্রেরে কৃপা কৈল সেই স্থানে ।
গৌড়ভক্তে আজ্ঞা দিল বিদায়ের দিনে ॥ ১৩৫ ॥
'প্রত্যব্দ আসিবে রথযাত্রা-দরশনে ।'
এই ছলে চাহে ভক্তগণের মিলনে ॥ ১৩৬ ॥

সার্ব্বভৌমের প্রভুকে ভিক্ষা-দান ; জামাতা অমোঘের অপরাধ ও উদ্ধার ঃ—

সার্ব্বভৌম-ঘরে প্রভুর ভিক্ষা-পরিপাটী ।
ষাঠীর মাতা কহে, যাতে রাণ্ডী হউক্ ষাঠী ॥১৩৭॥

পরবর্ষে অদ্বৈতাদি ভক্তের গৌড় হইতে আগমন ঃ—

বর্ষান্তরে অদ্বৈতাদি ভক্তের আগমন ।
প্রভুরে দেখিতে সবে করিলা গমন ॥ ১৩৮ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সকলের ব্যবস্থা-সম্পাদন ঃ—

আনন্দে সবারে নিয়া দেন বাসস্থান ।
শিবানন্দসেন করে সবার পালন ॥ ১৩৯ ॥

শিবানন্দের কুকুরের প্রভুপদ-দর্শনান্তে অন্তর্দ্ধান ঃ—

শিবানন্দের সঙ্গে আইলা কুক্কুর ভাগ্যবান্ ।
প্রভুর চরণ দেখি' কৈল অন্তর্দ্ধান ॥ ১৪০ ॥

পুরীপথে সার্ব্বভৌমের কাশীগমন-পথে মিলন ঃ—

পথে সার্ব্বভৌম-সহ সবার মিলন ।
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের কাশীতে গমন ॥ ১৪১ ॥

ভক্তগণসহ জলক্রীড়া ঃ—

প্রভুরে মিলিলা সর্ব্ব বৈষ্ণব আসিয়া ।
জলক্রীড়া কৈল প্রভু সবারে লইয়া ॥ ১৪২ ॥

রথাগ্রে নৃত্য ও গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ঃ—

সবা লঞা কৈল গুণ্ডিচা-গৃহ-সংমার্জ্জন ।
রথযাত্রা-দরশনে প্রভুর নর্ত্তন ॥ ১৪৩ ॥

বিপ্রলম্ভ-ভাবময় প্রভুর বিলাস ঃ—

উপবনে কৈল প্রভু বিবিধ বিলাস ।
প্রভুর অভিষেক কৈল বিপ্র কৃষ্ণদাস ॥ ১৪৪ ॥

নৃত্যান্তে জলকেলি ও হেরাপঞ্চমী ঃ—

গুণ্ডিচাতে নৃত্য-অন্তে কৈল জলকেলি ।
হেরা-পঞ্চমী দেখিল লক্ষ্মীদেবীর কেলি ॥ ১৪৫ ॥

জন্মাষ্টমীতে গোপলীলা ঃ—

কৃষ্ণজন্ম-যাত্রাতে প্রভু গোপবেশ হৈল ।
দধিভার বহি' তবে লগুড় ফিরাইল ॥ ১৪৬ ॥

গৌড়ীয়গণকে বিদায়দান ঃ—

গৌড়ের ভক্তগণে তবে করিল বিদায় ।
সঙ্গের ভক্ত লঞা করে কীর্ত্তন সদায় ॥ ১৪৭ ॥

বৃন্দাবন-উদ্দেশে গৌড়ে গমনকালে প্রতাপরুদ্রের প্রভুসেবা ঃ—

বৃন্দাবন যাইতে কৈল গৌড়েরে গমন ।
প্রতাপরুদ্র কৈল পথে বিবিধ সেবন ॥ ১৪৮ ॥

অনুভাষ্য

১৩১-১৩২। মধ্য একাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৩৩। মধ্য দ্বাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৩৪-১৩৫। মধ্য ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে রথাগ্রে নর্ত্তন, চতুর্দ্দশে উদ্যান-গমন ও প্রতাপরুদ্রে কৃপা বর্ণিত আছে।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪৪। উপবন—যে পথ দিয়া রথ গুণ্ডিচাবাড়ী যায়, তাহার নাম বড়দাঁড় ; তাহার দুইপার্শ্বে যে-সকল উদ্যান, তাহাকে 'উপবন' বলিয়া কথিত হইয়াছে।

অনুভাষ্য

১৩৭। মধ্য পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে রায়ের ভদ্রক পর্য্যন্ত আগমন ঃ—

পুরীগোসাঞি-সঙ্গে বস্ত্রপ্রদান-প্রসঙ্গ।
রামানন্দ রায় আইলা ভদ্রক পর্য্যন্ত ॥ ১৪৯ ॥

গৌড়ে বিদ্যানগরে আগমন ঃ—

আসি' বিদ্যাবাচস্পতির গৃহেতে রহিলা।
প্রভুরে দেখিতে লোকসংঘট্ট হইলা ॥ ১৫০ ॥

কুলিয়ায় আগমন ঃ—

পঞ্চদিন দেখে লোক নাহিক বিশ্রাম।
লোকভয়ে রাত্রে প্রভু আইলা কুলিয়া-গ্রাম ॥ ১৫১ ॥

প্রভুদর্শনে লোক-সংঘট্ট ঃ—

কুলিয়া-গ্রামেতে প্রভুর শুনিয়া আগমন।
কোটি কোটি লোক আসি' কৈল দরশন ॥ ১৫২ ॥

কুলিয়ায় দেবানন্দ ও চাপাল-গোপালের অপরাধ-ভঞ্জন ঃ—

কুলিয়া-গ্রামে কৈল দেবানন্দেরে প্রসাদ।
গোপাল-বিপ্রেরে ক্ষমাইল শ্রীবাসাপরাধ ॥ ১৫৩ ॥
পাষণ্ডী নিন্দক আসি' পড়িলা চরণে।
অপরাধ ক্ষমি' তারে দিল কৃষ্ণপ্রেমে ॥ ১৫৪ ॥

প্রভুর ব্রজযাত্রা-শ্রবণে নৃসিংহানন্দ-কর্ত্তৃক ধ্যানে কানাইর নাটশালা পর্য্যন্ত পথ-সজ্জা ও রত্নদ্বারা বন্ধন ঃ—

বৃন্দাবন যাবেন প্রভু শুনি' নৃসিংহানন্দ।
পথ সাজাইল মনে করিয়া আনন্দ ॥ ১৫৫ ॥
কুলিয়া নগর হৈতে পথ রত্নে বান্ধাইল।
নিবৃন্ত পুষ্পশয্যা উপরে পাতিল ॥ ১৫৬ ॥
পথে দুইদিকে পুষ্পবকুলের শ্রেণী।
মধ্যে মধ্যে দুইপাশে দিব্য পুষ্করিণী ॥ ১৫৭ ॥
রত্নবন্ধ-ঘাট, তাহে প্রফুল্ল কমল।
নানা পক্ষি-কোলাহল, সুধা-সম জল ॥ ১৫৮ ॥
শীতল সমীর বহে নানা গন্ধ লঞা।
'কানাইর নাটশালা' পর্য্যন্ত লৈল বান্ধিঞা ॥ ১৫৯ ॥
আগে মন নাহি চলে, না পারে বান্ধিতে।
পথবান্ধা না যায়, নৃসিংহ হৈলা বিস্মিতে ॥ ১৬০ ॥

নৃসিংহানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী ঃ—

নিশ্চয় করিয়া কহে,—"শুন, ভক্তগণ।
এবার না যাবেন প্রভু শ্রীবৃন্দাবন ॥ ১৬১ ॥
'কানাঞির নাটশালা' হৈতে আসিব ফিরিঞা।
জানিবে পশ্চাৎ, কহিলু নিশ্চয় করিঞা ॥" ১৬২ ॥

প্রভুর কুলিয়া হইতে বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

গোসাঞি কুলিয়া হৈতে চলিলা বৃন্দাবন।
সঙ্গে সহস্রেক লোক যত ভক্তগণ ॥ ১৬৩ ॥

প্রভুদর্শনার্থে অসংখ্য লোক-সংঘট্ট ঃ—

যাঁহা যায় প্রভু, তাঁহা কোটিসংখ্য লোক।
দেখিতে আইসে, দেখি' খণ্ডে দুঃখ-শোক ॥ ১৬৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫০। বৃন্দাবন যাইবার সময় গৌড়মণ্ডলে আসিয়া বিশারদের পুত্র অর্থাৎ সার্ব্বভৌমের ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে অর্থাৎ বিদ্যানগরে প্রভু রহিলেন।

১৫১। বিদ্যানগরে পাঁচদিন থাকিয়া অনেক লোক-সমারোহ দৃষ্টিপূর্ব্বক প্রভু রাত্রিযোগে কুলিয়া-গ্রামে আসিলেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে, তৃতীয় অধ্যায়ে লেখা আছে,—

"গঙ্গা প্রতি মহা-অনুরাগ বাড়াইয়া। অতি শীঘ্র গৌড়দেশে আইলা চলিয়া।। সার্ব্বভৌম-ভ্রাতা 'বিদ্যা-বাচস্পতি' নাম। ** আচম্বিতে আসি' উত্তরিলা তার ঘর।। নবদ্বীপ আদি সর্ব্বদিকে হৈল ধ্বনি। বাচস্পতি ঘরে আইলেন ন্যাসিমণি।। কুলিয়ায় আইলেন বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর। ** সবে গঙ্গা-মধ্যে নদীয়ায়-কুলিয়ায়। শুনি মাত্র সর্ব্বলোক মহানন্দে ধায়।।"

চৈতন্যভাগবতের এই অধ্যায়টী লোচনদাসের বর্ণনের সহিত পাঠ করিলে স্পষ্ট বোধ হইবে যে, বর্ত্তমান 'নবদ্বীপ' বলিয়া যেস্থানটী পরিচিত, তাহাই প্রাচীন নবদ্বীপের অপরপারস্থ তৎকালের কুলিয়া-গ্রাম। সেই স্থানেই দেবানন্দ পণ্ডিত, গোপাল-চাপাল এবং অন্যান্য কয়েক ব্যক্তির অপরাধ ভঞ্জন হইয়াছিল। তখন বিদ্যানগর হইতে কুলিয়া আসিতে গঙ্গার একধারা পার হইতে হইত এবং কুলিয়া হইতে নবদ্বীপ যাইতে মূল ভাগীরথী পার হইতে হইত। অদ্যাপি ঐ সকল স্থান দৃষ্টি করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, তখনকার কুলিয়া-গ্রামে 'চিনাডাঙ্গা' প্রভৃতি পল্লী এবং 'কুলিয়ার গঞ্জ' যাহাকে এখন 'কোলের গঞ্জ' বলে, সেই সমস্ত ভূমি তখনকার কুলিয়ার অবশেষাংশরূপে আছে।

১৬০-১৬২। যে-সময়ে মহাপ্রভু কুলিয়া হইতে বৃন্দাবন যাইবেন—এরূপ কথা হইল, তৎকালে তদীয় পরমভক্ত শ্রীনৃসিংহানন্দ ধ্যানে কুলিয়া হইতে বৃন্দাবন পর্য্যন্ত পথ বাঁধিতে আরম্ভ করিলেন। গৌড়ের নিকটবর্ত্তী 'কানাই-নাটশালা' পর্য্যন্ত সেই পথ বাঁধা হইলে, তাঁহার চিত্ত বিচলিত হইয়া ধ্যানভঙ্গ হইল, তাহাতে নৃসিংহানন্দ কহিলেন,—এবার মহাপ্রভু কানাই-নাটশালা পর্য্যন্ত যাইবেন মাত্র, বৃন্দাবন পর্য্যন্ত যাইবেন না।

অনুভাষ্য

১৫৩। চাপাল-গোপালের উদ্ধার—আদি ১৭শ পঃ ৫৫-৫৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬২। কানাইর নাটশালা—কলিকাতা হইতে ২০২ মাইল

যাঁহা যাঁহা প্রভুর চরণ পড়য়ে চলিতে।
সে মৃত্তিকা লয় লোক, গর্ত্ত হয় পথে ॥ ১৬৫ ॥

রামকেলিতে আগমন ঃ—

ঐছে চলি' আইলা প্রভু 'রামকেলি' গ্রাম।
গৌড়ের নিকট গ্রাম অতি অনুপম ॥ ১৬৬ ॥
যাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটি কোটি লোক আইসে দেখিতে চরণ ॥ ১৬৭ ॥

বাদশাহের কর্ম্মচারীকে প্রভুর যথেচ্ছগমনে বাধা-দানে নিষেধাজ্ঞা-দান ঃ—

গৌড়াধ্যক্ষ যবন-রাজা প্রভাব শুনিঞা।
কহিতে লাগিল কিছু বিস্মিত হঞা ॥ ১৬৮ ॥
"বিনা দানে এত লোক যাঁর পাছে হয়।
সেই ত' গোসাঞা, ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৬৯ ॥
কাজী, যবন ইহার না করিহ হিংসন।
আপন-ইচ্ছায় বুলুন, যাহাঁ উঁহার মন ॥" ১৭০ ॥

ক্ষত্রিয় কেশবের প্রভুর শুভবাঞ্ছা ও তদনুসারে বাদশাহকে প্রবোধন ঃ—

কেশব-ছত্রীরে রাজা বার্ত্তা পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল ॥ ১৭১ ॥
"ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ পর্য্যটন।
তাঁরে দেখিবারে আইসে দুই চারি জন ॥ ১৭২ ॥
যবনে তোমার ঠাঞি করয়ে লাগানি।
তাঁর হিংসায় লাভ নাহি, হয় আর হানি ॥" ১৭৩ ॥

গুপ্তচরদ্বারা প্রভুকে স্থানান্তরগমনে আদেশ ঃ—

রাজারে প্রবোধি' কেশব, ব্রাহ্মণ পাঠাঞা।
চলিবার তরে প্রভুকে কহিল যাঞা ॥ ১৭৪ ॥

শ্রীরূপকে প্রভুর বিষয়ে বাদসাহের জিজ্ঞাসা ঃ—

দবির খাসেরে রাজা পুছিল নিভৃতে।
গোসাঞির মহিমা তেঁহো লাগিল কহিতে ॥ ১৭৫ ॥

শ্রীরূপের প্রভু-মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন ঃ—

"যে তোমারে রাজ্য দিল, যে তোমার গোসাঞা।
তোমার দেশে, তোমার ভাগ্যে জন্মিলা আসিঞা ॥১৭৬॥
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে, বাক্যসিদ্ধ হয়।
ইহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রই জয় ॥ ১৭৭ ॥

বাদসাহকে প্রশংসা ঃ—

মোরে কেন পুছ, তুমি পুছ আপন-মন।
তুমি নরাধিপ হও, বিষ্ণু-অংশ সম ॥ ১৭৮ ॥
তোমার চিত্তে চৈতন্যেরে কৈছে হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয়, সেই ত' প্রমাণ ॥" ১৭৯ ॥

প্রভুকে ঈশ্বর বলিয়া বাদসাহের জ্ঞান ঃ—

রাজা কহে,—"শুন, মোর মনে যেই লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইঁহ, নাহিক সংশয় ॥" ১৮০ ॥
এত কহি' রাজা গেলা নিজ অভ্যন্তরে।
তরে দবির খাস আইলা আপনার ঘরে ॥ ১৮১ ॥

শ্রীরূপ-সনাতনের পরামর্শ ঃ—

ঘরে আসি' দুই ভাই যুকতি করিঞা।
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাঞা ॥ ১৮২ ॥

উভয়ের প্রভুদর্শনে গমন ও নিতাই-হরিদাস-সহ সর্ব্বাগ্রে মিলন ঃ—

অর্দ্ধরাত্রে দুই ভাই আইলা প্রভু-স্থানে।
প্রথমে মিলিলা নিত্যানন্দ-হরিদাস-সনে ॥ ১৮৩ ॥
তাঁরা দুইজন জানাইলা প্রভুর গোচরে।
রূপ, সাকরমল্লিক আইলা তোমা' দেখিবারে ॥ ১৮৪ ॥

উভয়ের দৈন্যজ্ঞাপন ঃ—

দুই গুচ্ছ তৃণ দুঁহে দশনে ধরিঞা।
গলে বস্ত্র বান্ধি' পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥ ১৮৫ ॥
দৈন্য রোদন করে, আনন্দে বিহ্বল।
প্রভু কহে,—উঠ, উঠ, হইল মঙ্গল ॥ ১৮৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৬। রামকেলিগ্রাম—গৌড়ের নিকট গঙ্গাতীরে রামকেলিগ্রাম, তথায় শ্রীরূপ-সনাতনের তৎকালীন বাসস্থান ছিল।

১৬৮। গৌড়াধ্যক্ষ যবনরাজা—হুসেনসাহা বাদসাহ।

১৭১। ক্ষত্রিয় কেশব মহাপ্রভুর তত্ত্ব অবগত ছিল, পাছে বাদসাহ অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহার সহ শত্রুতা আরম্ভ করে,—এই আশঙ্কায় বাদসাহের কথা বাড়িতে দিল না।

১৭৪। রাজাকে সেইরূপ প্রবোধ দিয়া সৈনিক কর্ম্মচারী কেশব ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া প্রভুকে স্থান ছাড়িবার জন্য অনুরোধ করিল।

১৭৫। দবিরখাস—শ্রীরূপের তাৎকালীন যবনরাজ-প্রদত্ত নাম।

১৮৪। সাকরমল্লিক—শ্রীরূপের নাম 'দবিরখাস' যেরূপ

অনুভাষ্য

ই, আই, আর, লুপ্ লাইনে 'তিনপাহাড়' ষ্টেশনে নামিয়া তথা হইতে শাখা-লাইনে রাজমহল-ষ্টেশন হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে (বর্ত্তমানে 'তালঝাড়ি' ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে)।

১৭৮। "মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি"—মনু-সংহিতা।

শ্রীরূপ-সনাতনের দৈন্য ও স্তব ঃ—

উঠি' দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি'।
দৈন্য করি' স্তুতি করে করযোড় করি'॥ ১৮৭॥
"জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয়, জয় মহাশয়॥ ১৮৮॥
নীচ-জাতি, নীচ-সঙ্গী, করি নীচ কায।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে বাসি লাজ॥ ১৮৯॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।১৫৪)—

মত্তুল্যো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধী চ কশ্চন।
পরিহারেঽপি লজ্জা মে কিং ব্রুবে পুরুষোত্তম॥ ১৯০॥

পতিতপাবন-হেতু তোমার অবতার।
আমা-বই জগতে, পতিত নাহি আর॥ ১৯১॥

জগাই-মাধাইকে অপেক্ষাকৃত লঘুপাপি-জ্ঞান ঃ—

জগাই-মাধাই দুই করিলে উদ্ধার।
তাঁহা উদ্ধারিতে শ্রম নহিল তোমার॥ ১৯২॥
ব্রাহ্মণ-জাতি তারা, নবদ্বীপে ঘর।
নীচ-সেবা নাহি করে, নহে নীচের কূর্পর॥ ১৯৩॥

নামাভাসেই তাহাদের পাপনাশ ও উদ্ধার ঃ—

সবে এক দোষ তার, হয় পাপাচার।
পাপারাশি দহে নামাভাসেই তোমার॥ ১৯৪॥
তোমার নাম লঞা তোমার করিল নিন্দন।
সেই নাম হইল তার মুক্তির কারণ॥ ১৯৫॥

জগাই-মাধাই হইতেও আপনাদিগকে অধম বলিয়া উক্তি ঃ—

জগাই-মাধাই হৈতে কোটী কোটী গুণ।
অধম পতিত পাপী আমি দুই জন॥ ১৯৬॥
ম্লেচ্ছজাতি, ম্লেচ্ছসঙ্গী, করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।
গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহি-সঙ্গে আমার সঙ্গম॥ ১৯৭॥

অতি কাতরস্বরে উভয়ের দৈন্য-বিলাপ ঃ—

মোর কর্ম্ম, মোর হাতে-গলায় বান্ধিয়া।
কু-বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তে দিয়াছে ফেলিয়া॥ ১৯৮॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হইয়াছিল, শ্রীসনাতনেরও তৎকালে রাজপ্রদত্ত নাম 'সাকর-মল্লিক' প্রসিদ্ধ ছিল।

১৮৯। যে-সকল নীচলোক নীচজাতিতে জন্মিয়াছে, তাহাদের সঙ্গী এবং তাহাদের সেবারূপ নীচ কাজ করিয়া থাকি।

১৯০। আমার ন্যায় পাপী নাই, আমার ন্যায় অপরাধীও নাই। হে পুরুষোত্তম, মৎকৃত পাপ ও অপরাধের উল্লেখ করিয়া তৎপরিহারে চেষ্টা করিতেও আমার লজ্জা হইতেছে।

১৯২-১৯৫। জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিতে আপনার অধিক শ্রম হয় নাই। আমরা ততোধিক অধম, আমাদিগকে উদ্ধার করাই বিশেষ কার্য্য। জগাই-মাধাই অপতিত ব্রাহ্মণ-জাতি ছিল এবং মহাতীর্থ নবদ্বীপে তাহাদের বাসস্থান। আমাদের ন্যায় তাহারা কখনও নীচসেবা করে নাই, তাহারা নীচলোকের কূর্পর ছিল না অর্থাৎ নীচলোকের দ্বারা পালিত হয় নাই ; তাহারা কেবল পাপাচারী ছিল মাত্র। পাপ-সকল তোমার নামাভাসেই দগ্ধ হয় ; তাহারা তোমার নাম লইয়া তোমাকে নিন্দা করিয়াছিল বলিয়া সেই নামই তাহাদের পাপমুক্তির কারণ হইল।

১৯৭। ম্লেচ্ছ দুইপ্রকার অর্থাৎ জন্মদ্বারা ম্লেচ্ছ ও সঙ্গদ্বারা ম্লেচ্ছ। জন্ম হইতে যে ম্লেচ্ছ হয়, আমরা সেইরূপ ম্লেচ্ছসঙ্গী। পতিত হইয়া অনেক ম্লেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছি, বিশেষতঃ গো-ব্রাহ্মণদ্রোহী যে-সকল ম্লেচ্ছ, তাহাদের সহিত আমাদের সঙ্গ।

অনুভাষ্য

১৮৯। নীচজাতি—পবিত্র কর্ণাট-ব্রাহ্মণকুলে জাত, দৈন্য-ক্রমে তাদৃশ উক্তি। জন্ম ত্রিবিধ—শৌক্র, সাবিত্র ও দৈক্ষ। বৃত্ত বা স্বভাব নীচ-সংসর্গে নীচ হয়। "ম্লেচ্ছজাতি, ম্লেচ্ছসঙ্গী, করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম। গো-ব্রাহ্মণদ্রোহি-সঙ্গে আমার সঙ্গম।।" ভাগবত সপ্তমস্কন্ধোক্ত আদেশ-মত—"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্। যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ।।" যবনের ভৃত্য-বৃত্তিহেতু নীচজাতিত্ব-উক্তি। ব্রহ্মবৃত্তিরহিত নীচ-জাতীয়ের নীচ শূদ্রবৃত্তির গ্রহণহেতু, তজ্জাতীয়তা। ভক্তিরত্নাকর, প্রথম তরঙ্গে—"নীচজাতি-সঙ্গে সদা নীচ ব্যবহার। এই হেতু নীচ-জাত্যাদিক উক্তি তাঁর।।"

১৯০। হে পুরুষোত্তম (পুরুষশ্রেষ্ঠ) মত্তুল্যঃ কশ্চিৎ পাপাত্মা (পাপী) নাস্তি, কশ্চন অপরাধী ন (নাস্তি) ; পরিহারে (অপরাধ-ক্ষমাপণবিষয়ে) অপি মে (মম) লজ্জা (ব্রীড়াত্মকঃ সঙ্কোচঃ), [অতঃ অহং] কিং ব্রুবে (কথয়ামি) [—মম প্রার্থনাবসরোঽপি নাস্তি ইত্যর্থঃ]।

১৯৩। জগাই-মাধাই যদিও পাপাচারী, তথাপি নীচের ভৃত্য হইয়া আত্মবিক্রয় করিয়া প্রভুর জন্য তাহাদের নিন্দ্যকর্ম্ম করিতে হয় নাই। আমরা তাহাদিগের অপেক্ষাও ঘৃণ্য, যেহেতু আমরা নীচের কূর্পর অর্থাৎ জানু বা কনুই। আমাদের অবলম্বনেই মনিব মহাশয় নানাপ্রকার নীচকার্য্য সমাধান করেন।

১৯৫। সাধুনিন্দায় অপরাধ হয়। বিষ্ণুনিন্দাজনিত অপরাধ নামগ্রহণে বিনষ্ট হয়।

১৯৮। কুবিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত—ইন্দ্রিয়-চেষ্টাসমূহদ্বারা ভোগ-পরবশ হইয়া সংসারে যাহা গৃহীত হয়, উহাই 'বিষয়'। যাহাতে

আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে।
পতিতপাবন তুমি—সবে তোমা বিনে ॥ ১৯৯ ॥
আমা উদ্ধারিয়া যদি রাখ নিজ-বল।
'পতিতপাবন' নাম তবে সে সফল ॥ ২০০ ॥
সত্য এক বাত কহোঁ, শুন, দয়াময়।
মো বিনু দয়ার পাত্র জগতে না হয় ॥ ২০১ ॥
মোরে দয়া করি' কর স্বদয়া সফল।
অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেখুক তোমার দয়া-বল ॥ ২০২ ॥

শ্রীযামুনাচার্য্যপাদ-কৃত স্তোত্ররত্ন-শ্লোক (৫০)—

ন মৃষা পরমার্থমেব মে শৃণু বিজ্ঞাপনমেকমগ্রতঃ।
যদি মে ন দয়িষ্যসে তদা দয়নীয়স্তব নাথ দুর্ল্লভঃ ॥ ২০৩ ॥

আপনে অযোগ্য দেখি' মনে পাঙ ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ ॥ ২০৪ ॥
বামন হঞা চাঁদ ধরিতে ইচ্ছা করে।
তৈছে মোর এই বাঞ্ছা উঠয়ে অন্তরে ॥" ২০৫ ॥

শ্রীযামুনাচার্য্যপাদ-কৃত স্তোত্ররত্ন-শ্লোক (৪৬)—

ভবন্তমেবানুচরন্নিরন্তরঃ প্রশান্তনিঃশেষমনোরথান্তরঃ।
কদাহমৈকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ প্রহর্ষয়িষ্যামি সনাথজীবিতম্ ॥২০৬॥

শ্রীরূপকে লক্ষ্য করিয়া প্রভুর উভয়কে কৃপোক্তি ঃ—

শুনি' মহাপ্রভু কহে,—"শুন, দবির-খাস।
তুমি দুই ভাই—মোর পুরাতন দাস ॥ ২০৭ ॥
আজি হৈতে দুঁহার নাম 'রূপ' 'সনাতন'।
দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন ॥ ২০৮ ॥
দৈন্যপত্রী লিখি' মোরে পাঠালে বার বার।
সেই পত্রীদ্বারা জানি তোমার ব্যবহার ॥ ২০৯ ॥
তোমার হৃদয় আমি জানি পত্র-দ্বারে।
তোমা শিখাইতে শ্লোক কহিলুঁ বারে বারে ॥ ২১০ ॥

রাগমার্গীয় ভক্তের লোকব্যবহার ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্ত শ্লোক—

পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তমেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্ ॥ ২১১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০২। আমাদের ন্যায় অত্যন্ত পতিত জনকে দয়া করিয়া তোমার স্বদয়া অর্থাৎ নিজ দয়ালু নাম সফল কর।

২০৩। আপনার নিকট আমি একটী বিজ্ঞাপন করিতেছি, তাহা কিছুমাত্র মিথ্যা নয়,—পরমার্থপরিপূর্ণ ; তাহা এই যে, যদি আমা প্রতি দয়া না করেন, তাহা হইলে হে নাথ, আপনার উপযুক্ত দয়ার পাত্র আর কোথায় পাইবেন?

অনুভাষ্য

পুণ্য উপার্জ্জিত হয়, উহা 'সুবিষয়' ; পাপার্জ্জিত হইলে 'কুবিষয়'। জড়ভোগসকল ত্যাজ্য বিষ্ঠা-জাতীয়। কৃষ্ণসেবাই জীবের পরম উপাদেয় গ্রহণীয় বস্তু। ইন্দ্রিয়সেবা ঘৃণিত ও বিসর্জ্জনীয়, সুতরাং বিষ্ঠার ন্যায় ত্যাজ্য। ত্যক্ত-বিষ্ঠায় যেরূপ কৃমিকীটের অধিকার, তদ্রূপ জীবের আত্মবিস্মৃত হইয়া কৃমিকীটের ন্যায় বিষয়-বিষ্ঠায় অবস্থিতিকে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করা কৃমিকীটের রুচির অনুবর্ত্তিতা মাত্র। গর্ত্তে পতিত প্রাণী যেরূপ স্বেচ্ছাক্রমে উঠিতে পারে না, বিষয়ী জীব তাদৃশ কৃষ্ণোন্মুখতা-লাভে চেষ্টা করা সত্ত্বেও নিজবলে বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তরূপ জড়ভোগরাজ্য অতিক্রম করিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না।

২০৩। হে নাথ (প্রভো,) [তব] অগ্রতঃ (পুরতঃ) মে (মম) একং পরমার্থং (বাস্তবং) এব বিজ্ঞাপনং (নিবেদনং) শৃণু,—ন [তৎ] মৃষা (মিথ্যা) ; যদি মে (মম সম্বন্ধে ময়ি) ন দয়িষ্যসে (দয়াং করিষ্যসি), তদা তব দয়নীয়ঃ (দয়ার্হঃ) দুর্ল্লভঃ। [সর্ব্বাধমত্বাৎ দয়াযোগ্যপাত্রত্বাৎ মম অপকৃষ্টত্বস্য আধিক্যম্]।

২০৬। হে নাথ, (প্রভো,) প্রশান্তনিঃশেষ-মনোরথান্তরঃ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০৬। আপনার নিরন্তর সেবার দ্বারা অন্য মনোরথ নিঃশেষিত হইয়া প্রশান্তভাবে আমি কবে আপনার নিত্য-কিঙ্কর বলিয়া দাসজীবনের সহিত আনন্দে প্রফুল্ল হইব।

২১১। পরপুরুষানুরক্তা রমণী গৃহকর্ম্মসকলে ব্যগ্র থাকিয়াও অন্তঃকরণে নূতন সঙ্গরস আস্বাদন করিতে থাকে।

অনুভাষ্য

(প্রশান্তং নিশ্চলং নিঃশেষং সম্পূর্ণং মনোরথানাং বাসনানাং অন্তরং যস্য সঃ) ঐকান্তিকনিত্যকিঙ্করঃ (দৃঢ়নিত্যদাসঃ সন্) সঃ অহং ভবন্তং (মম সেব্যং ত্বম্) এব নিরন্তরঃ (সান্দ্রঃ) অনুচরন্ (পরিচর্য্যাং কুর্ব্বন্ ঘনমনুগচ্ছন্) কদা (কস্মিন্‌কালে) জীবিতং (প্রাণান্) প্রহর্ষয়িষ্যামি (সর্ব্বতোভাবেন সুখয়িষ্যামি)।

২০৮। শ্রীমহাপ্রভু প্রসাদদানে দবিরখাসের নাম 'রূপ', এবং সাকরমল্লিকের নাম 'সনাতন' রাখিয়াছিলেন। বৈধ কনিষ্ঠাধিকারে নামকরণ—একটী সংস্কার। যাহারা নাম-প্রসাদ অবজ্ঞা করে, তাহাদের হরিভক্তির সম্ভাবনা নাই ; জড়প্রতিষ্ঠায় তাহারা মত্ত থাকে। "শঙ্খচক্রাদ্যূর্দ্ধপুণ্ড্রধারণাদ্যাত্মলক্ষণম্। তন্নামকরণঞ্চৈব বৈষ্ণবত্বমিহোচ্যতে।।" প্রাকৃত-সহজিয়াগণের মধ্যে বিষ্ণুদাস্যপর নামকরণের অভাব থাকায় বর্ত্তমানকালে তাহারা 'গৌড়ীয়-বৈষ্ণব' শব্দবাচ্য নহে। অবৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবগুরু-প্রদত্ত নামের অপ্রাপ্তিতে দেহাত্মবুদ্ধিক্রমে আপনাদের হরিসম্বন্ধ না জানিয়া প্রাগ্বর্ণোচিত নামাদিসংরক্ষণে প্রমত্ত থাকে।

২১১। পরব্যসনিনী (নিজপতিভিন্নাপরপুরুষসঙ্গামোদিনী)

রূপ-সনাতন-দর্শনার্থে প্রভুর রামকেলি-আগমন ঃ—

গৌড়-নিকট আসিতে নাহি মোর প্রয়োজন ।
তোমা-দুঁহা দেখিতে মোর ইঁহা আগমন ॥ ২১২ ॥
এই মোর মনের কথা কেহ নাহি জানে ।
সবে বলে, কেনে আইলা রামকেলি-গ্রামে ॥ ২১৩ ॥

উৎকণ্ঠিত ভ্রাতৃদ্বয়কে প্রভুর আশ্বাস-দান ঃ—

ভাল হৈল, দুই ভাই আইলা মোর স্থানে ।
ঘরে যাহ, ভয় কিছু না করিহ মনে ॥ ২১৪ ॥
জন্মে জন্মে তুমি দুই—কিঙ্কর আমার ।
অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার ॥" ২১৫ ॥

উভয়ের প্রভুপদ শিরে ধারণ ঃ—

এত বলি' দুঁহার শিরে ধরিল দুই হাতে ।
দুই ভাই ধরি' প্রভুর পদ নিল মাথে ॥ ২১৬ ॥

কৃপার্দ্র প্রভুর উভয়ের জন্য ভক্তগণ-সমীপে আবেদন ঃ—

দোঁহা আলিঙ্গিয়া প্রভু বলিল ভক্তগণে ।
"সবে কৃপা করি' উদ্ধার' এই দুই জনে ॥" ২১৭ ॥

ভক্তগণের বিস্ময় ও আনন্দ ঃ—

দুইজনে প্রভুর কৃপা দেখি' ভক্তগণে ।
'হরি' 'হরি' বলে সবে আনন্দিত-মনে ॥ ২১৮ ॥

সকল ভক্ত-চরণে কৃপা-যাচ্ঞা ও ধন্যবাদ-প্রাপ্তি ঃ—

নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস, গদাধর ।
মুকুন্দ, জগদানন্দ, মুরারি, বক্রেশ্বর ॥ ২১৯ ॥
সবার চরণে ধরি' পড়ে দুই ভাই ।
সবে বলে,—ধন্য তুমি, পাইলে গোসাঞি ॥ ২২০ ॥

বিদায়কালে প্রভুকে সনাতনের সৎপরামর্শ-দান ঃ—

সবা-পাশ আজ্ঞা মাগি' চলন-সময় ।
প্রভু-পদে কহে কিছু করিয়া বিনয় ॥ ২২১ ॥
"ইঁহা হৈতে চল, প্রভু, ইঁহা নাহি কায ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ ॥ ২২২ ॥
তথাপি যবন জাতি, না করিহ প্রতীতি ।
তীর্থযাত্রায় এত সংঘট্ট, ভাল নহে রীতি ॥ ২২৩ ॥

নিজ ভজন-ক্ষেত্রে বহু বহিরঙ্গ লোকের অপ্রয়োজন ঃ—

যাহাঁ সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষকোটি ।
বৃন্দাবন যাইবার এ নহে পরিপাটী ॥" ২২৪ ॥

স্বয়ং পরমেশ্বর হইয়াও আচার্য্যরূপে কনিষ্ঠাধিকারীকে শিক্ষা-সুযোগ-দান ঃ—

যদ্যপি বস্তুতঃ প্রভুর কিছু নাহি ভয় ।
তথাপি লৌকিকলীলা, লোক-চেষ্টাময় ॥ ২২৫ ॥

ভ্রাতৃদ্বয়ের বিদায় গ্রহণ ঃ—

এত বলি' চরণ বন্দি' গেলা দুইজন ।
প্রভুর সেই গ্রাম হৈতে চলিতে হৈল মন ॥ ২২৬ ॥

রামকেলি হইতে 'কানাইর নাটশালা' ঃ—

প্রাতে চলি' আইলা 'কানাইর নাটশালা' ।
দেখিল সকল তাঁহা কৃষ্ণচরিত্র-লীলা ॥ ২২৭ ॥

সনাতনের পরামর্শমতে প্রভুর বৃন্দাবন-গমনেচ্ছা ত্যাগ ঃ—

সেই রাত্রে তাঁহা প্রভু চিন্তে মনে মন ।
'সঙ্গে সংঘট্ট ভাল নহে, বলে সনাতন ॥ ২২৮ ॥
মথুরা যাইব আমি এত লোক সঙ্গে ।
কিছু সুখ না হইবে, হবে রসভঙ্গে ॥ ২২৯ ॥
একাকী যাইব, কিম্বা সঙ্গে এক জন ।
তবে সে শোভয় বৃন্দাবনেরে গমন ॥' ২৩০ ॥

নীলাচল-পথে শান্তিপুরে আগমন ও সাতদিন অবস্থান ঃ—

এত চিন্তি' প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করি' ।
'নীলাচলে যাব' বলি' চলিলা গৌরহরি ॥ ২৩১ ॥
এইমত চলি' চলি' আইলা শান্তিপুরে ।
দিন পাঁচ-সাত রহিলা আচার্য্যের ঘরে ॥ ২৩২ ॥

আচার্য্য-গৃহে শচীমাতার প্রভুসেবা ঃ—

শচীদেবী আসি' তাঁরে কৈল নমস্কার ।
সাতদিন তাঁর ঠাঞি ভিক্ষা-ব্যবহার ॥ ২৩৩ ॥

অনুভাষ্য

নারী (কুলরমণী) গৃহকর্ম্মসু ব্যগ্রা (পতিপুত্রসেবাদিষু সৈবৈক-পরতাপ্রদর্শনপরা) অপি অন্তঃ (হৃদয়াভ্যন্তরে) তং নবসঙ্গ-রসায়নং (নবনবকান্তসঙ্গসুখরসস্থানম্) এব আস্বাদয়তি। [যথা পত্যন্তর-ভজনপরা নারী স্ব-গৃহধর্ম্মপরাং ভূত্বা সংসারে স্থিত্বাপি জারসঙ্গসুখেন দিনানি যাপয়তি, তথা বৈধবর্ণাশ্রম-ধর্ম্মপালনেন মূঢ়ান্ বঞ্চয়িত্বা, চতুরাণাং বৈষ্ণবানাং হরিদাস্যমেব ভজন-চাতুর্য্যম্]।

২২১-২২৫। মধ্য, ১৬শ পঃ ২৬৫-২৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২৭। কৃষ্ণচরিত্র-লীলা—তৎকালে গৌড়ের অনেক অনেক স্থানে কানাই-নাটশালা বলিয়া একটী স্থানের ব্যবস্থা ছিল। গৌড়ের সন্নিকটে যে কানাই-নাটশালা, তথায় কৃষ্ণলীলার নানাবিধ চিত্রবর্ণন দেখিলেন।

অনুভাষ্য

২২৮-২৩০। মধ্য, ১৬শ পঃ ২৬৫-২৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৩২-২৩৩। মধ্য, ১৬শ পঃ ২১২-২১৬, ২২৩, ২৩৪, ২৪৫-২৫০ সংখ্যা ও চৈঃ ভাঃ অন্ত্য, ৩য় অঃ দ্রষ্টব্য।

সকল ভক্তকে বিদায়-দান ও রথযাত্রায় পুরীতে মিলিতে আদেশ ঃ—

তাঁর আজ্ঞা লঞা পুনঃ করিলা গমনে ।
বিনয় করিয়া বিদায় দিল ভক্তগণে ॥ ২৩৪ ॥
"জনা দুই সঙ্গে আমি যাব নীলাচলে ।
আমারে মিলিবা আসি' রথযাত্রা-কালে ॥" ২৩৫ ॥

বলভদ্র ও দামোদর পণ্ডিতকে লইয়া পুরীতে আগমন ঃ—

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য, আর পণ্ডিত দামোদর ।
দুইজন-সঙ্গে প্রভু আইলা নীলাচল ॥ ২৩৬ ॥

দিনকতক পুরীতে অবস্থানান্তে বৃন্দাবন-যাত্রা ঃ—

দিন কত রহি' তাঁহা চলিলা বৃন্দাবন ।
লুকাঞা চলিলা রাত্রে, না জানে কোন জন ॥ ২৩৭ ॥

প্রভুর সঙ্গী একমাত্র বলভদ্র ভট্ট ঃ—

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য রহে মাত্র সঙ্গে ।
ঝারিখণ্ড-পথে কাশী আইলা নানারঙ্গে ॥ ২৩৮ ॥

কাশীতে আগমন ও ৪ দিন অবস্থানান্তে মথুরা-গমন ঃ—

দিন চারি কাশীতে রহি' গেলা বৃন্দাবন ।
মথুরা দেখিয়া দেখে দ্বাদশ কানন ॥ ২৩৯ ॥

বৃন্দাবনে প্রেমোন্মাদ, পরে মথুরা হইয়া প্রয়াগ ঃ—

লীলাস্থল দেখি' প্রেমে হইলা অস্থির ।
বলভদ্র কৈল তাঁরে মথুরার বাহির ॥ ২৪০ ॥

প্রয়াগে দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীরূপসহ মিলন ঃ—

গঙ্গাতীর-পথে লঞা প্রয়াগে আইলা ।
শ্রীরূপ প্রভুরে আসি' তথাই মিলিলা ॥ ২৪১ ॥
দণ্ডবৎ করি' রূপ ভূমিতে পড়িলা ।
পরম আনন্দে প্রভু আলিঙ্গন দিলা ॥ ২৪২ ॥

রূপকে শিক্ষা দিয়া বৃন্দাবন প্রেরণ ও স্বয়ং কাশী গমন ঃ—

শ্রীরূপে শিক্ষা করাই' পাঠা'ন বৃন্দাবন ।
আপনে করিলা বারাণসী আগমন ॥ ২৪৩ ॥

কাশীতে শ্রীসনাতনসহ মিলন ও তাঁহাকে শিক্ষাদান ঃ—

কাশীতে প্রভুকে আসি' মিলিলা সনাতন ।
দুই মাস রহি' তাঁরে করাইলা শিক্ষণ ॥ ২৪৪ ॥

সনাতনকে মাথুরমণ্ডলে প্রেরণ ও প্রকাশানন্দের উদ্ধার ঃ—

মথুরা পাঠাইলা তাঁরে দিয়া ভক্তিবল ।
সন্ন্যাসীরে কৃপা করি' গেলা নীলাচল ॥ ২৪৫ ॥

ছয় বৎসর ইতস্ততঃ গমনাগমনরূপ 'মধ্যলীলা' ঃ—

ছয় বৎসর প্রভু ঐছে করিলা বিলাস ।
কভু ইতি-উতি-গতি, কভু ক্ষেত্রবাস ॥ ২৪৬ ॥

পুরীতে ভক্তসঙ্গে নিত্য কীর্ত্তন ও জগন্নাথ-দর্শন ঃ—

আনন্দে ভক্তসঙ্গে সদা কীর্ত্তন-বিলাস ।
জগন্নাথ-দরশন, প্রেমের বিলাস ॥ ২৪৭ ॥

অন্ত্যলীলার সূত্রারম্ভ ঃ—

মধ্যলীলার কৈলুঁ এই সূত্র-বিবরণ ।
অন্ত্যলীলার সূত্র এবে শুন, ভক্তগণ ॥ ২৪৮ ॥

ছয় বর্ষ বাদে বাকী ১৮ বৎসর শুধু পুরীতে বাস ঃ—

বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচলে আইলা ।
আঠার বর্ষ তাঁহা বাস, কাঁহা নাহি গেলা ॥ ২৪৯ ॥

চাতুর্ম্মাস্যে গৌড়ীয়গণের প্রভুসঙ্গে পুরীতে অবস্থান ঃ—

প্রতিবর্ষ আইসেন তাঁহা গৌড়ের ভক্তগণ ।
চারি মাস রহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলন ॥ ২৫০ ॥

নিত্যকাল কৃষ্ণকীর্ত্তন ও প্রেমভক্তি-দান ঃ—

নিরন্তর নৃত্য-গীত-কীর্ত্তন-বিলাস ।
আ-চণ্ডালে প্রেমভক্তি করিলা প্রকাশ ॥ ২৫১ ॥

শ্রীগদাধরের ক্ষেত্র-সন্ন্যাস ও পুরীপ্রবাসী ভক্তগণ ঃ—

পণ্ডিত-গোসাঞি কৈল নীলাচলে বাস ।
বক্রেশ্বর, দামোদর, শঙ্কর, হরিদাস ॥ ২৫২ ॥
জগদানন্দ, ভবানন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর ।
পরমানন্দপুরী, আর স্বরূপ-দামোদর ॥ ২৫৩ ॥
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি ।
প্রভুসঙ্গে এই সব নিত্য কৈল স্থিতি ॥ ২৫৪ ॥

প্রতিবর্ষে গৌড়ীয়গণের প্রভুসঙ্গে চাতুর্ম্মাস্য-যাপন ঃ—

অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, শ্রীবাস ।
বিদ্যানিধি, বাসুদেব, মুরারি,—যত দাস ॥ ২৫৫ ॥

অনুভাষ্য

২৩৬-২৩৮। বলভদ্র—আদি ১০ম পঃ ১৪৬ সংখ্যা ও ঝারিখণ্ডপথে প্রভুর কাশীগমন—মধ্য, ১৭শ পঃ ৩-৮২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৩৬। দামোদর—আদি ১০ম পঃ ৩১ সংখ্যা এবং অন্ত্য ৩য় পঃ দ্রষ্টব্য।

২৩৯। দ্বাদশকানন—কাম্যবন, তালবন, তমালবন, মধুবন, কুসুমবন, ভাণ্ডীরবন, বিল্ববন, ভদ্রবন, খদিরবন, লোহবন, কুমুদবন ও গোকুল-মহাবন।

২৪১-২৪৩। শ্রীরূপ-মিলন ও শিক্ষা—মধ্য, ১৯শ পঃ দ্রষ্টব্য।

২৪৪-২৪৫। শ্রীসনাতন-মিলন ও শিক্ষা—মধ্য, ২০শ পঃ দ্রষ্টব্য।

প্রতিবর্ষে আইসে, সঙ্গে রহে চারিমাস ।
তাঁ-সবা লঞা প্রভুর বিবিধ বিলাস ॥ ২৫৬ ॥

ঠাকুর হরিদাসের পুরীতে নির্য্যাণ ঃ—

হরিদাসের সিদ্ধিপ্রাপ্তি,—অদ্ভুত সে সব ।
আপনি মহাপ্রভু যাঁর কৈল মহোৎসব ॥ ২৫৭ ॥

শ্রীরূপের পুরীতে আগমন ঃ—

তবে রূপ-গোসাঞির পুনরাগমন ।
তাঁহার হৃদয়ে কৈল প্রভু শক্তি-সঞ্চারণ ॥ ২৫৮ ॥

ছোট হরিদাসের দণ্ড ও দামোদর-পণ্ডিতের বাক্যদণ্ড ঃ—

তবে ছোট হরিদাসে প্রভু কৈল দণ্ড ।
দামোদর-পণ্ডিত কৈল প্রভুকে বাক্যদণ্ড ॥ ২৫৯ ॥

শ্রীসনাতনের পুরীতে আগমন ঃ—

তবে সনাতন-গোসাঞির পুনরাগমন ।
জ্যৈষ্ঠমাসে প্রভু তাঁরে কৈল পরীক্ষণ ॥ ২৬০ ॥

সনাতনকে বৃন্দাবন-প্রেরণ ও অদ্বৈত-গৃহে ভিক্ষা ঃ—

তুষ্ট হঞা প্রভু তাঁরে পাঠাইলা বৃন্দাবন ।
অদ্বৈতের হস্তে প্রভুর অদ্ভুত ভোজন ॥ ২৬১ ॥

গৌড়দেশে নিত্যানন্দকে নাম-প্রেম-প্রচারার্থে প্রেরণ ঃ—

নিত্যানন্দ-সঙ্গে যুক্তি করিয়া নিভৃতে ।
তাঁরে পাঠাইলা গৌড়ে প্রেম প্রচারিতে ॥ ২৬২ ॥

বল্লভভট্টের গর্ব্বনাশ ও কৃষ্ণনাম-মহিমা-শ্রবণ ঃ—

তবে ত' বল্লভভট্ট প্রভুরে মিলিলা ।
কৃষ্ণনামের অর্থ প্রভু তাঁহারে কহিলা ॥ ২৬৩ ॥

অশৌক্র-বিপ্র বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরায় রামানন্দকে শৌক্র-বিপ্র প্রদ্যুম্ন মিশ্রের গুরুত্বে বরণ ঃ—

প্রদ্যুম্ন মিশ্রেরে প্রভু রামানন্দ-স্থানে ।
কৃষ্ণকথা শুনাইল কহি' তাঁর গুণে ॥ ২৬৪ ॥

রাজকোপে পতিত গোপীনাথের উদ্ধার ঃ—

গোপীনাথ পট্টনায়ক—রামানন্দ-ভ্রাতা ।
রাজা মারিতেছিল, প্রভু হৈল ত্রাতা ॥ ২৬৫ ॥

বিদ্বেষী রামচন্দ্রপুরীর প্রভুকে শাসন ও ভক্তগণের দুঃখ ঃ—

রামচন্দ্রপুরী-ভয়ে ভিক্ষা ঘাটাইল ।
বৈষ্ণবের দুঃখ দেখি' অর্দ্ধেক রাখিল ॥ ২৬৬ ॥

ব্রহ্মাণ্ডবাসী অসংখ্যজীবের প্রভুদর্শনে উদ্ধার ঃ—

ব্রহ্মাণ্ড-ভিতরে হয় চৌদ্দভুবন ।
চৌদ্দভুবনে বৈসে যত জীবগণ ॥ ২৬৭ ॥
মনুষ্যের বেশ ধরি' যাত্রিকের ছলে ।
প্রভুর দর্শন করে আসি' নীলাচলে ॥ ২৬৮ ॥

শ্রীবাসাদি ভক্তের গৌরকীর্ত্তনে প্রভুর অনুযোগ ও রোষাভাস এবং কৃষ্ণকীর্ত্তনে আজ্ঞা ঃ—

একদিন শ্রীবাসাদি যত ভক্তগণ ।
মহাপ্রভুর গুণ গাঞা করেন কীর্ত্তন ॥ ২৬৯ ॥
শুনি' ভক্তগণে কহে সক্রোধ বচন ।
"কৃষ্ণ-নাম-গুণ ছাড়ি, কি কর কীর্ত্তন ॥ ২৭০ ॥
ঔদ্ধত্য করিতে হৈল সবাকার মন ।
স্বতন্ত্র হইয়া সবে নাশা'লে ভুবন ॥" ২৭১ ॥

অসংখ্যজীবের কণ্ঠ হইতে গৌর-জয়ধ্বনি ও আর্ত্তি-জ্ঞাপন ঃ—

দশদিকে কোটী কোটী লোক হেন কালে ।
'জয় কৃষ্ণচৈতন্য' বলি' করে কোলাহলে ॥ ২৭২ ॥
"জয় জয় মহাপ্রভু—ব্রজেন্দ্রকুমার ।
জগৎ তারিতে প্রভু, তোমার অবতার ॥ ২৭৩ ॥
বহুদূর হৈতে আইনু হঞা বড় আর্ত্ত ।
দরশন দিয়া প্রভু করহ কৃতার্থ ॥" ২৭৪ ॥

অনুভাষ্য

২৫৭। ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণ—অন্ত্য, ১১শ পঃ দ্রষ্টব্য।

২৫৮। চিচ্ছক্তি বা অপ্রাকৃত-বলসঞ্চার ; তদ্রাহিত্যে বা মায়াশক্তি-সঞ্চারে ভোগপ্রবণতা-বৃদ্ধি। অন্ত্য ১ম পঃ দ্রষ্টব্য।

২৫৯। ছোট হরিদাস—অন্ত্য, ২য় পঃ দ্রষ্টব্য। দামোদরের 'বাক্যদণ্ড'—অন্ত্য, ৩য় পঃ দ্রষ্টব্য।

প্রভুকে অজ্ঞগণ না বুঝিয়া কটাক্ষ করিবে, এইরূপ বিজ্ঞাপনই প্রভুর প্রতি বাক্যদণ্ড। দামোদর-পণ্ডিতের তাদৃশ বাক্য-প্রয়োগ ভক্তের বিচারে দণ্ডাত্মক বাক্যমাত্র। নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ-জনকে অপরের সাবধান করিতে যাওয়া অনধিকার-চর্চ্চামাত্র।

২৬০। সনাতন—অন্ত্য, ৪র্থ পঃ দ্রষ্টব্য।

২৬১। অদ্বৈতগৃহে প্রভুর একাকী ভোজন—চৈঃ ভাঃ, অন্ত্য, ৮ম অঃ দ্রষ্টব্য।

২৬২। শ্রীনিত্যানন্দকে গৌড়ে নাম-প্রেম প্রচার করিতে আজ্ঞাদান—মধ্য ১৫শ পঃ ৪২ এবং ১৬শ পঃ ৫৯-৬৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৬৩। বল্লভভট্ট—অন্ত্য সপ্তম পরিচ্ছেদে বল্লভভট্টের বিষয়—মধ্য, ১৯পঃ এবং অন্ত্য ৭ম পঃ দ্রষ্টব্য।

শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়জন শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর নিকট বল্লভভট্ট নামমন্ত্র গ্রহণ করায় নিজসম্প্রদায়ভুক্তজ্ঞানে মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহাকে নামার্থ বুঝাইয়াছিলেন। "বিনীতানথ পুত্রাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ"—এই পঞ্চরাত্র-বাক্যানুসারে ভট্ট নামার্থ-শ্রবণে অধিকার পাইয়াছিলেন।

২৬৪। অন্ত্য, পঞ্চম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২৬৫। অন্ত্য, নবম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

প্রভুর করুণা—

শুনিয়া লোকের দৈন্য দ্রবিলা হৃদয় ।
বাহিরে আসি' দরশন দিলা দয়াময় ॥ ২৭৫ ॥

শ্রীমহাপ্রভুর কৃপাদেশ পাইয়া অসংখ্য লোকের কণ্ঠ হইতে গৌরহরি ধ্বনি ঃ—

বাহু তুলি' বলে প্রভু—বল' 'হরি' 'হরি' ।
উঠিল—শ্রীহরিধ্বনি চতুর্দ্দিক্ ভরি' ॥ ২৭৬ ॥

প্রভুকে স্তুতি ঃ—

প্রভু দেখি' প্রেমে লোক আনন্দিত মন ।
প্রভুকে ঈশ্বর বলি' করয়ে স্তবন ॥ ২৭৭ ॥

কোটিকণ্ঠে প্রভুর জয়ধ্বনি-শ্রবণে সুযোগ বুঝিয়া প্রভুর প্রতি শ্রীবাসের অনুযোগ ঃ—

স্তব শুনি' প্রভুকে কহেন শ্রীনিবাস ।
"ঘরে গুপ্ত হঞা কেনে বাহিরে প্রকাশ ॥ ২৭৮ ॥
কে শিখাল এই লোকে, কহে কোন্ বাত ।
ইহা-সবারে মুখ ঢাকা দিয়া রাখ' হাত ॥ ২৭৯ ॥
সূর্য্য যেন উদয় করি' চাহে লুকাইতে ।
বুঝিতে না পারি তোমার ঐছন চরিতে ॥" ২৮০ ॥

প্রভুর লজ্জা ও শ্রীবাসকে কৃত্রিম অনুযোগ ঃ—

প্রভু কহেন,—"শ্রীনিবাস, ছাড় বিড়ম্বনা ।
সবে মেলি' কর মোর কতেক লাঞ্ছনা ॥" ২৮১ ॥

প্রভুর কৃপাদৃষ্টি-বর্ষণে লোকের উদ্ধার ঃ—

এত বলি' লোকে করি' শুভদৃষ্টিদান ।
অভ্যন্তরে গেলা, লোকের পূর্ণ হৈল কাম ॥২৮২॥

পাণিহাটীতে শ্রীরঘুনাথের নিত্যানন্দ ও তদ্গণের সেবা ঃ—

রঘুনাথ-দাস নিত্যানন্দ-পাশে গেলা ।
চিড়া-দধি-মহোৎসব তাঁহাই করিলা ॥ ২৮৩ ॥

পরে নিত্যানন্দ-কৃপায় রঘুনাথের গৃহত্যাগ ও পুরীতে প্রভুপদে আগমন ও দামোদরস্বরূপের নিকট আত্মসমর্পণ ঃ—

তাঁর আজ্ঞা লঞা গেলা প্রভুর চরণে ।
প্রভু তাঁরে সমর্পিলা স্বরূপের স্থানে ॥ ২৮৪ ॥

ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর চর্ম্মাম্বর-ত্যাগ ঃ—

ব্রহ্মানন্দ-ভারতীর ঘুচাইল চর্ম্মাম্বর ।
এই মত লীলা কৈল ছয় বৎসর ॥ ২৮৫ ॥

১৮ বৎসরের ৬ বৎসর বাদে, শেষ ১২ বৎসরের লীলা-সূত্র পরে বর্ণনীয় ঃ—

এই ত' কহিল মধ্যলীলার সূত্রগণ ।
শেষ দ্বাদশ বৎসরের শুন বিবরণ ॥ ২৮৬ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২৮৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে মধ্যলীলা-সূত্রবর্ণনং নাম প্রথম-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৮১। কোন কোন পাঠে এই পঙ্ক্তির পরিবর্ত্তে এইটী দেখা যায়,—"সেই সব কর যাতে আমার যাতনা।।"

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

২৬৬। অন্ত্য, অষ্টম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২৬৭-২৮২। অন্ত্য, ৯ম পঃ ৭-১২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৮৩-২৮৪। "যো মাং দুস্তরগেহনির্জ্জলমহাকূপাদপারক্লমাৎ সদ্যঃ সান্দ্রদয়াম্বুধিঃ প্রকৃতিতঃ স্বৈরী-কৃপারজ্জুভিঃ। উদ্ধৃত্যাত্ম-সরোজনিন্দিচরণপ্রান্তং প্রপাদ্য স্বয়ং শ্রীদামোদরসাচ্চকার তমহং চৈতন্যচন্দ্রং ভজে।।"—(বিলাপকুসুমাঞ্জলিঃ)। অন্ত্য, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২৮৫। মধ্য, দশম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

২৮৬। আদি, সপ্তদশ পরিচ্ছেদের ৩১২ সংখ্যায় কথিত ব্যাসের আচারের অনুগমনে, লিখিত প্রবন্ধের অনুবাদ, আদি, মধ্য ও অন্ত্য—এই তিন লীলার শেষভাগে লিখিয়াছেন। আদিলীলার পঞ্চ-বয়োভেদে সূত্রমাত্র লিখিয়া কতিপয় লীলা বর্ণনপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনদাসের বিস্তারিত বর্ণনের উল্লেখ করিয়াছেন। শেষলীলা অর্থাৎ মধ্য ও অন্ত্যলীলার সূত্র এই অধ্যায়ে লিখিয়া শেষ দ্বাদশবর্ষের সূত্র-বিবরণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিলেন। ক্রমশঃ মধ্য ও অন্ত্যলীলা বিস্তারিত বর্ণন করিলেন। উদ্দেশ্য—(অন্ত্য প্রথম পরিচ্ছেদে ১০ম সংখ্যা)—"মধ্যলীলা-মধ্যে অন্ত্যলীলা-সূত্রগণ। পূর্ব্বগ্রন্থে সংক্ষেপেতে করিয়াছি বর্ণন।। আমি জরাগ্রস্ত, নিকট জানিয়া মরণ। অন্ত্যলীলার কোন সূত্র করিয়াছি বর্ণন।।"

ইতি অনুভাষ্যে প্রথম পরিচ্ছেদ।